إِنَّ الدِّيْنَ
عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর
প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।"

এলহাম—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

পাক্ষিক

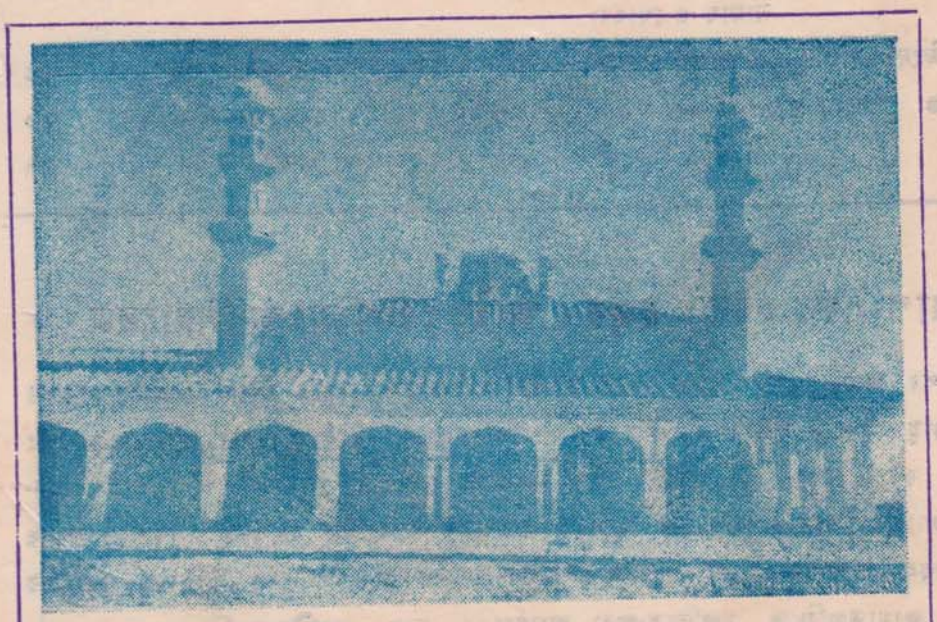

আহমদী

স্পেনে নব-উদ্বোধিত 'মসজিদ-এ-বাশারাত'

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ ইং ॥ ২৭শে জেলহজ্ব ১৪০২ হিঃ

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই অক্টোবর ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৬ষ্ঠ পারা, ২৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'তওবা ও ইস্তেগফার'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী : বয়েতের তাৎপর্য	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌলবী আবদুল আজিজ সাদেক	৪
* মসজিদ-এ-বাশারত-এর ঐতিহাসিক উদ্বোধন	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
* ঐতিহাসিক উদ্বোধনী জুমার নামায ও খোৎবা	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* মসজিদে-বাশারত-এর আগে ও পরে	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৬
* দিক দিশারী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৭

ইউরোপ সফর হইতে হুজুর (আইঃ) ফিরিয়া আসিয়াছেন

ইউরোপের আটটি দেশ সফর শেষে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৩ই অক্টোবর আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে রাবওয়া মঙ্গলমত ফিরিয়াছেন। উল্লেখ্য ২৮শে জুলাই ১৯৮২ইং হুজুর রাবওয়া হইতে লাহোর ও করাচী হইয়া নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, পঃ জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডে অতি সাফল্যজনক সাংবাদিক সম্মেলন, সম্বর্ধনা সভায় ভাষণদান ও বহুল সাক্ষাৎকার এবং স্পেনে মসজিদে-বাশারতের ঐতিহাসিক উদ্বোধন এবং এই সকল দেশের জামাতগুলিতে মজলিসে-শুরা অনুষ্ঠানের দ্বারা তালীম-তরবিয়ত ও প্রচারের ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়ন ও জামাতগুলির মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও প্রাধান্য বিস্তারের রুহানী অভিযানকে বিশেষরূপে ত্বরান্বিত করেন। হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাতায়ালার ফজলে ভাল। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সকাতরে নিয়োমিত দোওয়া জারী রাখিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রিয় ইমামকে সুস্থ রাখেন এবং প্রতি পদে সদা তাঁর হাফেজ ও নাসের হন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১১শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ ইং : ১৫ই ইখা ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ২৪ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **২৪শ রুকু**

১৭৩। মসীহ ইহাতে কখনও ঘৃণা বোধ করিবে না যে সে আল্লাহ্র এক বান্দা (গণ্য) হয় এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও (ঘৃণা বোধ করিবে) না এবং যাহারা তাঁহার এবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে ও অহংকার করিবে, তাহাদের সকলকেই তিনি নিজের নিকটে নিশ্চয় একত্রিত করিবেন।

১৭৪। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (ঈমান অনুযায়ী) নেক কাজ করিয়াছে, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (কাজের) প্রতিদান পূর্ণাকারে দিবেন; অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে আপন ফজল হইতে আরও বেশী দিবেন, কিন্তু যাহারা ঘৃণা করিয়াছিল এবং অহংকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন, এবং তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত (কাহাকেও) বন্ধু এবং সাহায্যকারী পাইবে না।

১৭৫। হে মানব জাতি! তোমাদের রবের তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমরা তোমাদের উপর (অতি) উজ্জ্বল আলোক নাযেল করিয়াছি।

১৭৬। সুতরাং যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছে এবং (নিজেদের রক্ষার্থে) তাঁহাকে মজবুত ভাবে ধরিয়াছে, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে নিজের এক বড় রহমতে ও বড় ফযলে দাখিল করিবেন এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসার সরল পথ দেখাইবেন।

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (পিতামাতাহীন) নিঃসন্তান ব্যক্তি (সম্বন্ধে) নির্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল, আল্লাহ্ পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন: যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নি থাকে, তবে সে ভগ্নি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হইবে, এবং এইরূপে (যদি ভগ্নি মারা যায় তবে) ভ্রাতা ভগ্নির সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নির কোন সন্তানাদি না থাকে, এবং যদি দুই ভগ্নি থাকে তবে ভ্রাতা যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, উহার দুই তৃতীয়াংশ উভয় ভগ্নি পাইবে! এবং যদি (সেই ওয়ারিস) (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতা ভগ্নি হয়, পুরুষ ও নারী, তবে একজন পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাইবে: আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (এই কথাগুলি) তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার (আশঙ্কার) কারণে বর্ণনা করিতেছেন: এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ভালভাবে জানেন।

{ তফসীর সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ }

হাদিস শরীফ

তওবা ও ইস্তেগফার

১) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম হযরত আনাস বিন্ মালেক আন্সারী (রাজিঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন. "আপন বান্দার তওবাতে আল্লাহ্তায়ালা এত খুশি হন যে, ততখানি খুশি ঐ ব্যক্তিও হইতে পারে না, যে অরণ্যের মধ্যে পানাহারের দ্রব্যভর্তী হারান উট হঠাৎ পায়।"

অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক সন্তুষ্ট হন, যাহার এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, বনের মধ্যে তাহার উট হারান গিয়াছিল। অথচ, উহার উপর তাহার খাবার, পানীয় ও সব জিনিসপত্র ছিল: সে অত্যন্ত ঘাবরাইল এবং এদিক-সেদিক তালাশ করিয়া নিরাশ হইয়া ভীষণ চিন্তাকুল চিত্তে এক বৃক্ষের নীচে শুইয়া পড়িল। এই চিন্তান্বিত অবস্থায়ই তাহার ঘুম আসিয়া পড়িল। হঠাৎ, তাহার চোখ খোলার পর দেখে কি! তাহার উট তাহার নিকট দাঁড়ান! সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িল। উটের নাকা ধরিল এবং এই আনন্দের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল: আল্লাহ্ আমার, তুমি আমার বান্দাহ্ এবং আমি তোমার 'রাব'।' অর্থাৎ, অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া উল্টা কথা বলিল।' (বুখারী, কেতাবুৎ দাওয়াত, বাবুৎ তাওবা পৃঃ ২৩৭: ২. মুসলিম পৃঃ ২৪৮: ২-১)

২) হযরত ইব্নে উমর (রাজিঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "ঊর্ধশ্বাস এবং অন্তিম অবস্থার গরগর শুরু হওয়ার পূর্বে বান্দা যখনই তাওবা করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার তাওবা কবুল করেন।

(তিরমিযি, কেতাবুৎ দাওয়াত, বাবু ফাযলিৎ তাওবাহ্ পৃঃ ১৯২:২)

৩) হযরত আনাস বিন মালেক (রাজিঃ) বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলিতে শোনিয়াছি যে, 'গোনাহ্ হইতে সাচ্চা তওবাকারী এমনই, যেমন সে কোন গোনাহ্ করেই নাই। যখন আল্লাহ্তায়ালা কোনো মানুষকে ভালবাসেন, তখন গোনাহ্ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অর্থাৎ, গোনাহ্র প্রেরণা তাহাকে খারাপির দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং গোনাহ্র কুফল হইতে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে নিরাপদে রাখেন। অতঃপর তিনি (সাঃ আঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন:

"ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুৎ তাউওয়াবীনা ওয়া ইউহিব্বুলমুতাতাহ্হেরীন'। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তাওবাকারী ও পবিত্রতাবলম্বন কারীদিগকে ভালবাসেন।" (বাকারাহ: ২২৩ আয়াত)

বলা হইল, 'হে আল্লাহ্র রসুল, তওবার লক্ষণ কি?' তিনি (সাঃ) বলিলেন, অনুতাপ, অনুসোচনা তাওবার লক্ষণ।"

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে সংকলিত)

অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

বয়েতের তাৎপর্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৌবা বয়েতের অঙ্গস্বরূপ কেন ?

ইহা হইল তৌবার হাকিকত, (যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। ইহা বয়েতের অঙ্গস্বরূপ কেন ? সুতরাং ব্যাপার হইল এই যে মানুষ গাফলতির মধ্যে পড়িয়া থাকে ; যখন সে বয়েত করে এবং এরূপ ব্যক্তির হস্তে বয়েত করে যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশিষ্ট (আধাত্মিক) পরিবর্তনে ভূষিত করিয়া থাকেন, তখন বৃক্ষে কলম করিলে যেমন গুণগত পরিবর্তন ঘটে, তেমনিভাবে এই (আধ্যাত্মিক) কলমের দরুণও তাহার মধ্যে সেই কল্যাণ-প্রবাহ ও আলোক-ধারা সঞ্চারিত হয় (যাহা সেই বিশেষ পরিবর্তনপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে) এই শর্ত সাপেক্ষে যে তাহার সহিত সত্যকার সম্বন্ধ কায়েম হয় এবং তাঁহার শাখা বিশেষে পরিণত হইয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া যায়। সেই সম্বন্ধ যতটুকু ঘনিষ্ট হইবে, ততটুকই তাহার ফায়দা লাভ হইবে।

বয়েতে কখন ফায়দা হয় ?

শুধু মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক বয়েতে ফায়দা হয় না। এরূপ বয়েতে কল্যাণের ভাগী হওয়া দুষ্কর। তখনই কল্যাণের ভাগী হইতে পারিবে, যখন নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ মহব্বত ও এখলাস, প্রেম ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সহগামী হইবে। মুনাফেকরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত সত্যকার সম্বন্ধে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত বেঈমান (ঈমানশুন্য) থাকিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে মহব্বত ও এখলাসের সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য বাহ্যিকরূপী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। সুতরাং তাঁহার (মুরশেদ) সহিত সম্পর্কাবলির উন্মেষ ঘটানো অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। ঐ সম্পর্কাবলীকে যদি সে (অর্থাৎ বয়েতকারী) ঘনিষ্টতর না করে এবং উহাতে তৎপর না হয় তাহা হইলে তাহার অভিযোগ ও পরিতাপ করা বেফায়দা। মহব্বত ও এখলাসের সম্পর্ক বাড়ানো উচিত ; আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণায় এবং নিয়ম-পদ্ধতিতে যথাসাধ্য সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ মুরশেদের) রঙে রঙীন হওয়া উচিত। মানুষের নফ্‌স দীর্ঘায়ুর প্রলোভন দিয়া থাকে। ইহা ধোকা বই কিছুই নয়। যথাশীঘ্র সত্যপরায়ণতা ও ইবাদতে ব্রতী হওয়া উচিত এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা সবধি হিসাব-নিকাশ ও আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।"

('আল-বদর' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মোহাম্মদ নওয়াব খান সাহেব (এস-ডি-ও) তাঁহার নিকট বয়েত করার সময় উক্ত ভাষণ দান করিয়াছিলেন)

(সাপ্তাহিক 'আল-বদর' ১ম খণ্ড পৃঃ ৫-৬, ২৮শে নভেম্বর ও ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০২ইং ; মলফুজাত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬)

অনুবাদ ঃ মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'

আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা

[২রা জুলাই ১৯৮২ ইং তারিখে মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মপন্থার একটি ব্যক্তিগত ছাঁচ থাকে এবং সেই অনুযায়ী তাহার আমল গঠিত হয়।

সকল খলীফা সুন্নতে মোহাম্মদে মোস্তফার একই রঙ্গে রঙ্গীন ছিলেন; তথাপি তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ পৃথক রংও ছিল। যাহারা এই প্রভেদের প্রতি লক্ষ রাখে না, তাহারা অনেক সময় নির্বুদ্ধিতা বশতঃ খলিফাগণের মধ্যে একে অপরের সহিত মোকাবেলা করিতে আরম্ভ করে। আল্লাহতা'লাই ভাল জানেন যে কাহার মর্যাদা কি? এবং তিনিই কেবল জানিতে পারেন; তাঁহার কাজে দখল দেওয়া মুর্খতা বৈ কিছু নহে। আমি জমাআতে আহমদীয়াকে নসিহত করিতেছি, তাহারা যেন এইরূপ বৃথা আলোচনা হইতে বিরত থাকেন এবং নিজেদের জীবনকে নবী করীম (সাঃ) এর চরিত্রের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করেন।

অনুবাদ—**মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক** সদর মুরুব্বী

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) এই আয়াতটি তেলাওত করেন:

و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نا بجانبه - و اذا مسه الشر كان يئوسا ○ قل كل يعمل على شاكلته - فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ○

অতঃপর ইরশাদ করিয়াছেন:

এই আয়াতে করিমায় যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিলাম আল্লাহতা'লা

ইরশাদ করিতেছেন যে, যখনই আমরা মানুষকে ইনআম দেই, তখন তাহার বদকিসমতি দেখ! তাহার বঞ্চিত হওয়ার প্রতি লক্ষ কর। সে সবসময় এড়াইয়া যায়, আপত্তি করে, মুখ ফিরাইয়া লয় এবং এই চেষ্টাই করে যে, আমাকে আমার রব্বের ইনআম না পৌছুক। و اذا مسه الشر যখন ইহার ফলে কঠোর সমস্যাবলী তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং সে বিপদাবলীর সম্মুখীন হইয়া পড়ে كان يؤوسا তখন সে নিরাশ হইয়া যায়। তুমি বলিয়া দাও যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্মপন্থা অনুযায়ী আমল করে। তাহার মেযাজ, তাহার চরিত্র, তাহার চিন্তাধারা এবং তাহার কর্মপন্থার একটি ছাঁচ আছে, তাহার প্রত্যেকটি আমল উহাতে ঢালা হয় এবং সেই অনুপাতে তাহার দ্বারা সকল আমল বিকশিত হয়। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমার রব্বই ভাল জানেন যে, কাহার কর্মপন্থা হেদায়তের বেশী নিকটবর্তী।

যতটুকু পার্থিব ইনআমের প্রশ্ন, মানুষ তো পরম লোভী দেখা গিয়াছে। ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, তাহার উপর কোন অনুগ্রহ করিলে, তাহাকে কোন দান করা হইলে সে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিতে পারে। বুঝা গেল, এখানে এমন ইনআমের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা হইতে মানুষ সদা নিজ বদকিসমতি বশতঃ বঞ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে, এবং উহা হইতেছে নবুওতের পুরস্কার এবং এস্থলে সর্বাধিক বড় পুরস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের উল্লেখ। এস্থলে মানব ইতিহাসের এই সার-বস্তু ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই বদকিসমত মানুষ, এই বঞ্চিত মানুষ যাহারা এই আযিমুশ্‌শান নে'মত হইতে মুখ ফিরাইয়া ও পিঠ দেখাইয়া পালাইতেছে প্রথম হইতে তাহাদের অদৃষ্টে এইরূপই লেখা আছে; প্রত্যেক নেয়ামতের সঙ্গে তাহাদের এইরূপ ব্যবহারই পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য এখন যদি তাহারা নে'মত হইতে বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহা কোন আশ্চার্যের বিষয় নহে। কিন্তু যেরূপভাবে পূর্ব হইতে ইহাই হইয়া আসিয়াছে যে নে'মত হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর মানুষ নানা প্রকারের বিপদ ও মুশকিলের সম্মুখীন হইয়া পড়ে সেইরূপ ভাবে এখনও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারীগণও নানা প্রকারের বিপদ ও মুশকিলের সম্মুখীন হইবে, এবং জামানা এই অস্বীকারের কারণে ধ্বংসের দিকে যাইবে, কোন বস্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না। এবং সেই ধ্বংস এত ভয়াবহ হইবে যে, এই অস্বীকারকারীগণই নিজেদের চোখের সম্মুখে সেই ধ্বংসকে দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের অন্তর সাক্ষ্য দিবে যে ইহা হইতে বাঁচিবার কোন স্থান নাই كان يؤوسا—তাহার উদ্ধার হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া যাইবে।

ইরশাদ করিয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় মানুষের কি করা উচিত? এই সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা হেদায়ত দান করিয়াছেন যে, দেখ! আমরা নবুওতের ইনআমের সঙ্গেই দুই প্রকার কর্মপন্থা নির্ণয় করিয়া দিয়াছি, একটি ইনআম প্রাপ্তগণের কর্মপন্থা, অপরটি অস্বীকারকারীগণের কর্মপন্থা। যতটুকু মোমেনগণের ব্যাপার! তাহাদের জন্য ইনআম প্রাপ্তগণের কর্মপন্থা অর্থাৎ সুন্নতে

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্ণিত হইয়াছে। এই সুন্নত হইতে তোমরা চুল পরিমাণও বিমুখ হইবে না। অস্বীকারকারীগণ চির নিয়মানুযায়ী ইনাম প্রাপ্তগণকে দুঃখ দিবে, নানা প্রকারের বিপদ তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবে, তাহাদের মন ক্ষুন্ন করিবে, তাহাদিগকে বিবিধ আযাবে ফেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবে কিন্তু তোমরা এই সকল অবস্থাতে সেই কর্মপন্থা হইতে চুল পরিমাণও বিমুখ হইবে না যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ অনুযায়ী তোমাদের জন্য কর্মপন্থা রূপে ধার্য করিয়াছেন। ইহাই এক কর্মপন্থা যাহা তোমাদের জন্য অবধারিত করা হইয়াছে, ইহা হইতে বিমুখ হওয়া বদকিসমত লোকদের কাজ, খুশকিসমত লোকদের কাজ নহে; কারণ বিমুখ লোকদের পরিনাম সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সংবাদ দিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ করিয়াছেন :

كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ٥

যে ইলাহী তকদীরই প্রকাশ করিয়া দিবে কে আছে যাহারা নাজাত পাইবে, হেদায়ত পাইবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ ও তাঁহার সুন্নতের অনুগামীগণ অথবা এই সুন্নত হইতে সরিয়া বিরোধ ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ অবলম্বনকারীগণ ?

সুতরাং জামাত আহমদীয়ার জন্য ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সকল দুঃখ নানা রকম মুশকিল বিপদ আপদ, বিদ্বেষ এবং গালাগালি ও কষ্টের মোকাবেলায় আপনাদের জন্য অবধারিত করা হইল সবুর করা, সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, দোওয়া করা, শত্রুর জন্য মঙ্গল কামনা করা, উৎপীড়ন ও জ্বালাতনকারীদের জন্য দুঃখ অনুভব করা; ক্রোধের কোন প্রশ্ন নাই বরং সদা রহমতের আবেগ ফোটাইয়া তোলা, সৌজন্য ও মমতার ব্যবহার করা। আমাদের দোওয়া করা উচিত যেন ইহা হইতে আমরা কদাচ না সারি। এবং আমাদের দুর্বল হইতে দুর্বল ব্যক্তির পায়েও স্খলন না আসে বরং সে সফলতার নিশ্চিত পথে দৃঢ়কদমে অটল থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে সদা এই পথে কায়েম এবং অবিচল রাখুন, আমীন।

দুনিয়াতে অনেক বিষয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। আমাদের ভাষায় এই নিয়ম প্রণালীকে মিসাল (দৃষ্টান্ত) এবং কাহাওত (প্রবাদ) বলা হয়। একটি মিসাল বর্ণিত হইয়াছে; লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য আমি মিসালটি আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করিতেছি। কথিত আছে যে একদা একটি গাভী নদী পার করিতেছিল। নিকটে একটি বিচ্ছু ডুবিয়া যাইতেছিল। গাভী লেজ দ্বারা বিচ্ছুকে নিজ পিঠে উঠাইয়া লইল। যখন গাভী নদীর অপর কিনারায় পৌছিল, তখন বিচ্ছু পিঠ হইতে নামিয়া শুকনা পথ ধরিবার পরিবর্তে সে নিজ বিষাক্ত কাঁটা গাভীর পিঠে ফুটাইয়া দিল। কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে একটি খরগোশ কিনারায় বসিয়া এই সব দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিল। সে গাভীকে বলিল, তুমি পরম নির্বোধ, এমন যালেম অনিষ্টকারীকে উদ্ধার করিলে ? তুমি কি জান না যে সে তোমার সঙ্গে জুলুমের ব্যবহার করিবে, এবং নেকীর বিনিময় অনিষ্টের দ্বারা দিবে ? গাভী উত্তরে বলিল, ভাই ! আমি নির্বোধ নই, আমার রব্ব আমাকে এই প্রকৃতি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা হইতে আমি কখনও

বিমুখ হইতে পারি না। খোদাতায়ালা আমার স্বভাবকে এইরূপ বানাইয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করাই, তোমরা আমার গোশ্‌ত খাও, আমার দ্বারা সব রকমের ফায়দা লাভ কর। এবং আমাকে হালে জোতা হয়। যখন আমি কোন কাজের না থাকি তখন তোমরা আমাকে জবেহ কর এবং কসাইকে স'পিয়া দাও। মোট কথা, আমার অদৃশ্যই এই যে আমি তোমাদের কেবল মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, এবং ঐ বদবখ্‌তের অদৃশ্য এই যে, সে অনিষ্টের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

মোটের উপর, শাকেলার (অর্থাৎ কর্মপন্থার) দৃষ্টান্ত ইহা হইতে অধিক উত্তম আর দ্বিতীয়টি নাই। বাহ্যতঃ এই দৃষ্টান্তটি অতি নগণ্য দৃষ্টান্ত; কিন্তু ইহার পিছনে যে রুহ কাজ করিতেছে উহা অতীব মহান। প্রকৃত পক্ষে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্পূর্ণ জীবনীর পিছনে সদা এই রুহ্‌ই কাজ করিয়াছে। তিনি সদা শত্রুদের নিকট হইতে দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং তাঁহার ইহা জানা সত্ত্বেও যে তাহারা ইহার পরও দুঃখ দিবে, তিনি তাহাদের সহিত অনুগ্রহ, কৃপা এবং দয়া-মমতার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা এক সুদীর্ঘ হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত, যাহা এখন বলার সময় নহে; ভীষণ গরম, তাছাড়া রমযান শরীফের পরিপ্রেক্ষিতেও ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যেহেতু কেবল এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট যে, আহমদীদের জন্য কেবল একটাই নমুনা, একটাই কর্ম-পন্থা, একটাই আকার এবং একটাই ছাঁচ যাহাতে আমাদের নিজেদিগকে ঢালিতে ও গড়িতে হইবে। এবং সদা এই প্রাচীরগুলির, এই চতুষ্কোণগুলির হিফাযত করিতে হইবে, ইহার বাহিরে চুলপরিমাণও কদম রাখা যাইবে না।

শাকেলার (কর্মপন্থার) দ্বিতীয় দিকটা হইতেছে ব্যক্তিগত। এই সাধারণ ও সর্বজনীন সুন্নতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আওতাভুক্ত হইয়াও প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। আবু বকর (রাঃ)ও সুন্নতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই অনুগামী ছিলেন কিন্তু তাঁহার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রং-রীতি ছিল। উমর (রাঃ) ও সুন্নতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই অনুগামী ছিলেন কিন্তু তাঁহার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রং-রীতি ছিল। উসমান (রাঃ) ও সুন্নতে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই আশেক ছিলেন কিন্তু তাঁহার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রংরীতি ছিল এবং আলী (রাঃ) মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এরই গোলাম ছিলেন কিন্তু তাঁহারও একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রং-রীতি ছিল। كل يعمل على شاكلته তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কারণবশতঃ বাধ্য ছিলেন যে সুন্নতের যে কল্পনা তাহাদের দিলে ছিল এবং তাহাদের ব্যক্তিগত ছাঁচ ও প্রকৃতি সুন্নতকে যে ভাবে কবুল করিতেছিল, সেই ভাবেই রং ধারণ করুন এবং সে পদ্ধতিকেই অবলম্বন করুন যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের 'শাকেলা' (কর্মপন্থার)-র মধ্যে নিহিত রাখিয়াছিলেন। মোটের উপর, এক হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ সুন্নতে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-র একই রঙে রঙ্গীন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রত্যেকের একটি পৃথক রংও ছিল; যেমন বলা হইয়াছে

ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا
ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے

(অর্থাৎ লালাফুল, গোলাপ ফুল, এবং বন্য শুভ্র গোলাপ ফুলের রং ভিন্ন ভিন্ন ; বস্তুতঃ প্রত্যেক রঙের মধ্যেই একটি নিজস্ব বসন্ত বিরাজিত হইয়া থাকে—অনুবাদক) তদ্রূপ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আশেকগণও প্রত্যেক রঙের বসন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আসলেও ইহা অসম্ভব ছিল যে আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন চরিতের অকূল সমুদ্র কেবল একটি সত্তায় সীমাবদ্ধ থাকুক। ততটুকু বড় পাত্রওতো হওয়া দরকার ছিল। এইজন্য নিজ নিজ সামর্থ, নিজ নিজ মর্যাদা এবং নিজ নিজ শাকেলা (কর্মপন্থা) অনুযায়ী লোকগণ—তাঁহার আশেকগণ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রং ধারণ করিয়াছেন।

যাহারা এই প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহারা কোন কোন সময় অজ্ঞতাবশতঃ খলীফাগণের একে অপরের সহিত পরস্পর মোকাবেলা ও তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। এবং এইরূপ সব সময়ই দেখা গিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরে হযরত উমর (রাঃ) এর জীবনে তাঁহার সহিত কতক অজ্ঞ ব্যক্তি পরস্পর মোকাবেলা ও তুলনা করিতে আরম্ভ করিল যে জনাব ! তিনি তো এইরূপ করিতেন, উহা তো এইরূপ হইত। আপনি এইরূপ করেন এবং আপনি ঐরূপ করেন। এইরূপভাবে হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে হযরত উমর (রাঃ)-এর সহিত মোকাবেলা আরম্ভ হইয়া গেল (রিয্ওয়ানুল্লাহে আলাইহিম)। লোক অজ্ঞতার কারণে ইহা বুঝে না যে,

كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ○

তোমরা অজ্ঞ, তোমরা অনভিজ্ঞ, তোমরা মূর্খ, তোমরা কিছুই জান না যে কাহার আমল কিরূপ এবং কেন এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হইতেছে ? তাহারা বান্দা, তাহারা বাধ্য ঐ স্বভাবের দরুন, যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা দান করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালাই ইহা ভাল জানেন যে তাহারা নিজ নিজ شاكلته র মধ্যে থাকিয়া সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন—অথবা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। বান্দা এই সকল রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, সে দিলের অবস্থা ও নিয়াত সম্বন্ধে জানে না, সেইহেতু তাহার এই কাজ নহে যে সে ওখানে মুখ খোলুক যেখানে তাহার মুখ খোলার সামর্থ ও অধিকার নাই, যেখানে মুখ খোলার জন্য তাহাকে নিয়োজিত করা হয় নাই। সুতরাং জমাতে আহমদীয়াকে আমি নসিহত করিতেছি, তাহারা যেন এইরূপ বৃথা খোশ-গল্প হইতে বিরত থাকেন।

কাহারো বলাতে কোন খলিফার মুকামে, তাহার পদমর্যাদায় কিছুই পার্থক্য হয় না। যে পার্থক্য হইবে এবং হয় উহা কেবল আল্লাহ্র দৃষ্টিতে হয় ; এবং তিনিই ভাল জানেন যে কেহ তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্ণ ফায়দা লাভ করিয়াছে, কিনা। কোন কোন সময় যোগ্যতা বিভিন্নরূপ হওয়ার ফলে কার্যপদ্ধতিও বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে ; ইহাসত্ত্বে ও বাহ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র ফলাফলকে বাহ্যতঃ বৃহৎ ফলাফলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালা যোগ্যতা দান করিয়াছেন যেন সে দুনিয়ার মধ্যে দৌড়ে শ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু সে

যোগ্যতা নষ্ট করিয়া ফেলে ; তবে সে শ্রেষ্ঠ তো হয় না কিন্তু সে নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার হইয়া যায়। অপর এক ব্যক্তির বেশীর পক্ষে এতটুকুই সামর্থ আছে যে সে তাহার জিলাতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে এবং জিলার মধ্যে দৌড়ে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইতে পারে এবং সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া জিলাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

মোট কথা, মানুষ কিছুই জানেন না, কাহার কতটুকু সামর্থ ছিল, এবং কে খোদার দৃষ্টিতে নিজের শক্তি-সামর্থকে পূর্ণতায় পৌছাইয়া উহার চরম শিখরে উপনীত হইয়াছে ?

এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তটি এই জন্য দিয়াছি, যে নিজেদের অনভিজ্ঞতা এবং মূর্খতাকে উপলব্ধি করা উচিত। ইহা বিনয়ের এবং নিজেদের মুকামে বন্দেগীকে উপলব্ধি করার শর্তের অন্তর্গত যে মানুষ যেন ঐ সকল বিষয়ে দখল না দেয় যেগুলি আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র বিষয়াবলীকে আল্লাহ্‌র উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বান্দার কাজ হইল, বেশী বেশী ইস্তেগফার দ্বারা কাজ লওয়া, দোওয়া করা। জামাত হিসাবে সকল জামাত যেন নিজেদের ইমামে-ওয়াক্তের দুর্বলতার উপর পর্দাপোশীর (গোপনতা রক্ষা করার) জন্য দোয়া করে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করে যেন তিনি তাহার উপর রহম করেন এবং যতটুকুই শক্তি তাহাকে দান করিয়াছেন, সেই শক্তির উত্তম ব্যবহারের সুযোগ দান করেন যাহাতে তাঁহার সন্তুষ্টির নযর তাহার উপর পড়ে। যদি আপনাদের খলিফার উপর আপনাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নযর পড়ে তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে সকল জামাতের উপর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, মহব্বত এবং স্নেহ ও প্রীতির নযর পড়িবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহার তৌফিক দান করুন—আমিন।

দ্বিতীয় খোৎবার পর হুজুর ইরশাদ করিয়াছেন :

"বন্ধুগণ কাতার ঠিক করিবেন, এবং স্মরণ রাখিবেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুইটি আদেশের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ কাতার সোজা হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ কাহারো মধ্যে কোন ব্যবধান ও শূন্যস্থান থাকা উচিত নহে। অনেক গরম বলিয়া খোলা দাঁড়াইতে মন চাহে কিন্তু দীন আমাদের নিকট ইহাই চাহে যেন আমরা কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াই। যেক্ষেত্রে আপনি এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে আমি দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করিব। এবং এইরূপ ছোট ছোট ব্যাপারেও পরীক্ষা হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছোট হউক বা বড়ই হউক সদা দীনকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিবেন। কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইবেন যাহাতে কাতারে কোন শূন্যস্থান না থাকে এবং কাতার সোজা হয়। (আল-ফজল, ২রা জুলাই ১৯৮২ ইং)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" [আমাদের শিক্ষা]

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

বিনীত দোওয়া ও হৃদয়বিগলিত যিকরে-ইলাহীর মর্যাদায়

সাতশত বৎসর পর স্পেনে সদ্যনির্মিত
মসজিদ-এ-বাশারত-এর ঐতিহাসিক উদ্বোধন

"ভবিষ্যৎ জগতের একমাত্র আশা হইল ইসলাম।"

"স্পেনবাসীর হৃদয় ইসলামের জন্য প্রেমের দ্বারা জয় করিবার এখন সময় আসিয়াছে।"

"জামাত আহমদীয়ার প্রবর্তক সমগ্র জগতকে ইসলামের জন্য প্রীতির দ্বারাই জয় করার পন্থা বাছিয়া লইয়াছেন।"

পেড্রোআবাদে মসজিদ-এ-বাশারত-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর ভাষণ

স্পেনের প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশনে মসজিদ উদ্বোধন ও হুজুরের সফর প্রসঙ্গে ব্যাপক প্রচার।

পেড্রোআবাদ (স্পেন) : ১৪ই তবুক/সেপ্টেম্বর—সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সাড়ে সাতশত বৎসর পর সর্ব প্রথম নির্মিত 'মসজিদ-এ-বাশারত' উদ্বোধন করিতে গিয়া ঘোষণা করেন : "ইসলাম বিশ্বময় সমতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়, যে ব্যবস্থা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও মূল্যবোধ সমূহের লালন ও বিকাশের রক্ষাকবচ।"

পেড্রোআবাদ হইতে হুজুর (আইঃ)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী টেলেক্সযোগে প্রেরিত প্রতিবেদনে উদ্বোধনী বিবরণ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে, হুজুর (আইঃ) ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং রোজ শুক্রবার কর্ডোভা হইতে ৩২ কিলোমিটার দূরে মাদ্রিদ গামী রাজপথে অবস্থিত পেড্রোআবাদে সাড়ে চার হাজারেরও অধিক সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমাবেশে—যাহাদের মধ্যে আড়াই হাজার সংখ্যাক ছিলেন স্পেনবাসী—ভাষণ দিতে গিয়া বলেন : "ইসলাম মানবহৃদয় প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের দ্বারা জয় করিতে বিশ্বাসী। এবং সে পন্থাই জামাত আহমদীয়ার প্রবর্তক সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের জন্য জয় করার উদ্দেশ্যে নিবাচন ও নির্ধারণ করিয়াছেন।" তিনি স্পেনের সরকার এবং জনগণের প্রতি তাঁহারা যে সহযোগিতা ও সমন্বয়-সাধনের প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করিয়াছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, যাহার ফলশ্রুতিতে জামাত আহমদীয়া স্পেনে এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিয়াছে।

হুজুরের ভাষণ স্পেনীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করিয়া শুনান হয়, যাহাতে স্থানীয় অধিবাসীরাও উপকৃত হইতে পারেন।

এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান, নবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম এবং স্পেনের মোবাল্লেগ-ইন-চার্জ মৌলানা কারাম ইলাহী জাফর ব্যতীত একজন স্পেনীয় আহ্মদী মুসলিম জনাব আবদুর রহমানও ভাষণ দান করেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর প্রতি তিনি স্বয়ং আসিয়া মসজিদ-এ-বাশারত উদ্বোধন করার জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, উক্ত অনুষ্ঠানে স্পেনবাসীরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) পেড্রো-আবাদের মেয়রকে উপঢৌকন পেশ করেন এবং দুইজন আহমদী বালিকা দুইজন স্পেনীয় বালিকার সহিত উপঢৌকন বিনিময় করে। অভ্যাগত স্পেনবাসীদিগকে উক্ত উদ্বোধন শেষে শরবত ইত্যাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক ডজনখানেক দেশের লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আগত লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলই স্থানীয় স্পেনিশ লোকজনের মধ্যে মিলিয়া মিসিয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত অকৃত্রিম পারস্পরিক ভালবাসা ও সৌহার্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) জুমার নামাজ পড়ান। উহাতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত দুই হাজার আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী শামিল হন। জুমার খোৎবায় হুজুর (আইঃ) তাঁহার পূর্বসূরী সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর পবিত্র স্মৃতিচারণ করেন, যাঁহার প্রচেষ্টা ও সাধনায় এই মসজিদ পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে।

হুজুর তাঁহার খোৎবায় স্পেনের মোবাল্লেগ মৌলানা কারাম ইলাহী জাফর সাহেবের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তাঁহার দৃষ্টান্ত ও কুরবানীকে অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দান করেন।

হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহ্তায়ালা যেন মসজিদে-বাশারতকে আলোকের এরূপ এক মিনার সাব্যস্ত করেন, যাহার আলো শেষ পর্যন্ত সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

হুজুর একটি সাংবাদিক সম্মেলনেও ভাষণ দান করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উক্ত সম্মেলনে জাতীয় ও স্থানীয় প্রেস (পত্র-পত্রিকা), নিউজ এজেন্সি, রেডিও এবং টেলি-ভিশনের পঞ্চাশজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলন প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে। হুজুর উহাতে বলেন যে, "ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আশা দ্বীনে-ইসলামই হইবে, যাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জগতকে নতুন পথ দেখাইবে।"

হুজুর উক্ত প্রেস কনফারেন্সে ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

হুজুর বলেন, ফিলিস্তিনীদিগকে অমানুষিক জুলুম ও নির্বিচার অত্যাচারের শিকারে পরিণত করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, ইসলাম সর্বপ্রকার অবিচার, বে-এনসাফী এবং কুসংস্কারের পরিপন্থী।

মসজিদ-এ-বাশারত-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এর সফর সম্পর্কে স্পেনের প্রেস, রেডিও এবং টি-ভি-তে বিপুল ভাবে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

('আল-ফজল' ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং হইতে অনুদিত)

--মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

ইতিহাস রচনাকারী মসজিদ-এ-বাশারতে
ঐতিহাসিক উদ্বোধনী জুমার নামাজ ও খোৎবা

১০ই সেপ্টেম্বর, স্পেনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে-বাশারাতে ঐতিহাসিক উদ্বোধনী জুমার নামজ আদায়ের জন্য দুপুরের পর দেড় ঘটিকার সময় নির্ধারিত ছিল, কিন্তু মুসল্লিরা সকাল দশটা থেকেই মসজিদে এসে নিজেদের স্থান অধিকার করে বসে পড়েছিলেন। তাঁরা মসজিদের অভ্যন্তরে নামায আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল যাবৎ অপেক্ষারত থাকেন এবং এসময়টা তাঁরা মসজিদে বসে নিরন্তর যিকরে-ইলাহী ও দরুদ শরীফ পাঠে অতিবাহিত করেন। দেড় হাজার সংখ্যক লোকের সংকুলানের জন্য মসজিদের সংলগ্ন বাহিরাঙ্গণে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে নীচে সুন্দরভাবে নামাযের বিছানা বিছেয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মহিলাদের জন্য পর্দাদার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে পাঁচশত মহিলা পৃথকভাবে শামিয়ানার নীচে স্বচ্ছন্দে নামায আদায় করতে পারেন। বেলা বারটা নাগাদ এ সমস্ত জায়গা ভরে যায়। ভ্রাতা ও ভগ্নিরা আসতে থাকেন, আর কাতারবন্দি হয়ে বসতে থাকেন। বারটা পর্যন্ত যখন মসজিদের আভ্যন্তর ভাগ এবং সংলগ্ন সুপ্রস্ত প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলা মুসল্লিতে ভরে যায়, তখন মোবাল্লেগে-স্পেন মোহতারম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব সমবেত আহ্‌বাবে-জামাতকে সম্বোধন করে বলেন, "এই পবিত্র ও বাবরকত মওকাতে, যা ইসলাম ও আহমদীয়ত তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক mile-post-এর মর্যাদা রাখে, বন্ধুরা নিজেদের বেশীর ভাগ সময় যিক্‌রে-ইলাহী এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণে অতিবাহিত করুন, তেমনি সৈয়াদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলিফাদের জন্য দোওয়া করুন, তারপর নিজেদের দোওয়াতে মুসা বিন নসীর ও তারেক বিন যিয়াদকেও নিশ্চয় স্মরণ রাখুন। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের উপর এবং বিশেষতঃ স্পেনের উপর এ মুসলিম জেনারেলদ্বয়ের বিপুল এহ্‌সান ও অনুগ্রহ রয়েছে।"

পৌনে এক ঘটিকায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর এরশাদ অনুযায়ী মোকাররম মুনীরুদ্দীন শামস্ সাহেব (মোবাল্লেগে-কানাডা) জগৎ ব্যাপী বিস্তৃত আহমদী জামাত সমূহ এবং বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত ঐ সকল আহমদী পুরুষ ও মহিলার নাম পাঠ করে শোনান যাঁরা এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে টেলিগ্রাম যোগে হুজুর (আইঃ)-এর খেদমতে মোবারকবাদ পেশ করে দোওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। (উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের জামাত সমূহের পক্ষ থেকে মোহতারম আমীর সাহেব উক্তরূপ টেলিগ্রাম পূর্বাহ্নে হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করে ছিলেন)। এই সুদীর্ঘ ফেরেস্তি শুনা কালীন সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নীরা সঙ্গে সঙ্গে সকলের সর্ববিধ কল্যাণ ও সাফল্যের জন্যও দোওয়া করতে থাকেন।

এ ঐতিহাসিক উপলক্ষে জুমার আযান দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন লাহোরের জনাব মুনীর আহমদ জাভেদ সাহেব। একটার পূর্বেই যখন তিনি তাঁর শক্তিশালী সুমধুর উচ্চকণ্ঠে জুমার প্রথম আযানটি দেওয়া শুরু করলেন তখন সকলেই এক কল্পনাতীত আত্মবিভোরতায় তন্ময় হয়ে পড়লেন।

এই সুমধুর প্রতাপান্বিত আযানের পবিত্র কলেমাতের গুঞ্জরণ সকলের হৃদয়ে এক বিশেষ রেখাপাত ও প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল এবং এক বিস্ময়কর আনন্দময় আলোড়ন সৃষ্টির কারণ হয়েছিল।

আযান সম্পন্ন হওয়ার পর মোবাল্লেগে-স্পেন মোকাররম আবদুস সাত্তার সাহেব স্পেনিশ ভাষায় আযানের তরজমা শোনান যাতে উদ্বোধনী নামাযের দৃশ্য সচক্ষে অবলোকনের উদ্দেশ্যে মসজিদ প্রাঙ্গণে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত আশে-পাশের স্পেনীয় অধিবাসীরা আযানের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন।

মর্মস্পর্শী জুমার খোৎবা

একটা বেজে চল্লিশ মিনিটে হুজুর (আইঃ) খোৎবা প্রদান এবং নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করেন। হুজুরের চেহারা আনন্দ প্রভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, এবং উহাতে কিছুটা মর্মবেদনার ঝলকও প্রকাশমান ছিল। যেমনি হুজুর মেহরাবের সামনে পৌছুলেন, স্পেনের প্রবীণতম মোবাল্লেগ মোহতারম মৌলানা কারাম ইলাহী যাফর, যিনি প্রথম সাঁড়িতেই মেহরাবের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন, আত্মবিভোর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তরূপে আবেগময় ক্রন্দনসিক্ত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে বললেন: "হুজুর! আজ ঈদ হ্যায়, হুজুরকো আওর সারি জামাতকো ইয়ে ঈদ মোবারার হো। আল-হামদুলিল্লাহ, সুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ্।" তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য ভ্রাতারাও মৃদুকণ্ঠে মোবারকবাদ জ্ঞাপনে তাঁর সঙ্গ দিলেন। তারপর হুজুরের নির্দেশক্রমে মুনীর আহমদ জাভেদ সাহেবই দ্বিতীয় আযান দিলেন। উহার পর হুজুর (আইঃ) এক অতীব মর্মস্পর্শী খোৎবা ইরশাদ করলেন, যা হৃদয়গুলিকে বিমোহিত ও আন্দোলিত করে তুলল।

হুজুর যখন তাশাহুদ ও তায়াওউযের পর সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন, তখন "আল-হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন"—আয়াতটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রতিবার হুজুরের আওয়াজ পূর্বাপেক্ষা করুণ, আবেগসিক্ত ও প্রতাপময় হয়ে উঠছিল এবং বন্ধুরাও আত্মবিভোরতায় তন্ময় হয়ে উক্ত আয়াতে-করীমা মৃদুস্বরে আবৃত্তি করে চলেছিলেন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন:

আজকের দিন সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য, এবং বিশেষতঃ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং মসজিদ উদ্বোধনে শামিল হয়েছেন তাঁদের জন্য বড়ই আনন্দ ও সুখের দিন। আজ আমাদের দেল্ আল্লাহ্তায়ালার হাম্দ ও প্রশংসায় ভরপুর। কিন্তু এ সকল আনন্দ পবিত্র শোকে পরিণত হয়ে আমাদের হৃদয়ের উপর ছেয়ে পড়ছে। দুনিয়ার আনন্দের

সাথে আমাদের আনন্দের কোন সম্পর্ক নেই। আজ সবচেয়ে বেশী আমার হৃদয়কে সেই 'ওয়াজুদ' (অর্থাৎ, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রহমতুল্লাহে আলাইহে)-এর স্মৃতি ব্যথিত করে তুলছে যিনি আজ আমাদের মধ্যে মজুদ নেই। (এ কথাগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে হুজুরের কণ্ঠস্বর আবেগ সিক্ত হয়ে পড়ে। এমনিধারায় হুজুর আরও বলেন,) যদি সেই 'ওয়াজুদ' আমাদের মধ্যে মওজুদ থাকতেন তা'হলে এই খোৎবা তিনিই দিতেন। তিনি এই মসজিদ তামির ও স্থাপনে অনেক কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তিনি উদ্বিগ্ন ও উৎণ্ঠিত হয়ে থাকতেন এবং খোদাতায়ালার হুজুরে গিরিয়া-যারি করতেন। তাঁর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও গিরিয়া-যারির সুফল আজ আমরা ভোগ করছি। ইহা তাঁর মকবুল দোওয়ারই বদৌলত ও ফলশ্রুতি যে আজ আমরা এই মসজিদের উদ্বোধন করছি। সেজন্যই আনন্দের এ দিনটি আজ আমাদের জন্য শোকের এক ছায়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উর্ধলোকে অবশ্য তাঁর আত্মা আজ আনন্দে সবচেয়ে বেশী উৎফুল্ল ও আহ্লাদিত হবে।

ইহার পর হুজুর বলেন, আমরা জগৎ ব্যাপী মসজিদ তামির ও স্থাপন করছি। এই সকল মসজিদ স্থাপনের পটভূমিতে থাকে বহুকাল ব্যাপী উৎসর্গিত কুরবানীর ইতিহাস। এই মসজিদ কয়েকজন বিত্তশালী লোকের সাময়িক ও সহসা আর্থিক কুরবানীর ফলশ্রুতি নয়। ইহার পেছনে রয়েছে একটি গৃহের পরিবার-পরিজনের স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন কুরবানীর ইতিহাস। যাঁরা তাঁদের রব্বের সমীপে নিরবে প্রেক্ষাপটে কুরবানী করে গেছেন, তাঁদের জন্য যদি আমরা দোওয়া না করি, তা'হলে নাশোকরী করা হবে। আমার বলার উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত হলো মোকাররম কারাম ইলাহী যাফ্‌র সাহেব এবং তাঁর পরিবারবর্গের কুরবানীর ইতিহাসের দিকে। সে জামানায় (অর্থাৎ ১৯৪৬ইং সনে) যখন তাঁর নিকট আর্থিক সাহায্য পৌঁছাবার কোন উপায় ছিল না এবং স্পেনের জাতীয় সংবিধান ও কানুনও তবলীগের পথে অন্তরায় ছিল, তখনও তিনি খাস জযবার সহিত নিজের কুরবানী পেশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত দুরূহ ও প্রতিকুল অবস্থায় কোনরূপ আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে একাকী বছরের পর বছর ধরে এদেশে তবলিগ ও প্রচারের কাজ জারী রাখেন এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাও এই কুরবানীতে তাঁর শরীক ও সহগামী হয়ে থাকেন। অভিযোগ বা অনুযোগের কোন টু শব্দকুও উচ্চারণ করেন নি। এই মসজিদ আজ সেই কুরবানীরই একটি সুফল, যার সুস্বাদ আমরা উপভোগ করছি।

খোৎবা জারী রেখে হুজুর বলেন, বহুকাল পূর্বে আমার এখানে (অর্থাৎ স্পেনে) আসার সুযোগ ঘটেছিল। ১৯৫৭ সালের কথা। আমি এবং মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব এখানে আসি। মোকাররম কারাম ইলাহী যাফ্‌র সাহেবের একটি সংক্ষিপ্ত ঠেলা-গাড়ী ছিল যার উপর ফেরি সাজিয়ে তিনি বাজারে বাজারে আতর বিক্রি করতেন। শত্রুরা এসে সেটাকে ভেঙ্গেচুড়ে দিত। তিনি আবার সেটাকে মেরামত করে নিয়ে আতর বিক্রি করতে আরম্ভ করতেন। এর দ্বারা যাকিছু আয় হতো সেটা থেকে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবন ধারণের খরচ চালাতেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করে তদ্দ্বারা তবলিগী লিটারেচার ও পুস্তকাবলীও প্রকাশ

করতেন এবং সেগুলি গোপনে বিতরণ করতেন। তাঁর গৃহের উপর কয়েকবার আক্রমন করা হয় এবং পুলিশও কয়েকবার তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাঁর কাজে আত্মমগ্ন হয়ে বীরদর্পে স্থির থাকেন। বড় কষ্টে-সিষ্টে তিনি এ সকল প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর তবলীগের পদ্ধতি আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি তা ছিল এই যে, তিনি একটা Spray সঙ্গে রেখেছিলেন। যখন মানুষ তাঁর চারিদিকে জমায়েত হতো, তখন তিনি সেটা দিয়ে চতুর্দিকে সুরভি ছড়িয়ে দিতেন, আর বলতেন, 'এই খোশবো তোমাদের কাছে বেশীক্ষণ থাকবে না; ইহা হাওয়ায় মিশে বিলীন হয়ে উড়ে চলে যাবে। আমার কাছে এরূপ আতরও আছে, যার খোশবো কখনও নিশেষ হবে না, উহার সুরভি অবিনশ্বর; উহা পরকালেও তোমাদের সঙ্গে যাবে।" এই বলে তিনি তাঁর কার্ড বিতরণ করে দিতেন। এই সব কুরবানী, যা আজ আমার স্মরণ পড়ছে। আমি চিন্তা করেছি, আমি আপনাদেরকেও এ কুরবানীর কথা জানাব এবং দোওয়ার জন্য তাহ্রীক করবো। প্রকৃতপক্ষেই সত্য যে, যাঁরা নিজেদের সবকিছু ইসলামের জন্য বিলিয়ে দেন, সবকিছুই সোঁপে দেন, তাঁদের উপর খোদাতায়ালার প্রীতি সুলভ দৃষ্টি পতিত হয়। মোকাররম কারাম ইলাহী যাফরের সন্তানরাও একই রঙে রঙীন। কেউ কখনও একটি শব্দও উচ্চারণ করে নাই। এই সেই রুহ্ ও জয্বা, যা প্রত্যেক ওয়াকেফে-জিন্দেগী (জীবন-ওয়াকফকারী)-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত এবং প্রত্যেক জায়গায় এরূপ ওয়াকেফীন সৃষ্টি হউক—ইহারই প্রয়োজন। কেননা আমাদের (আরব্ধ) কাজ অনেক বেশী এবং (হাতে) সময় কম। এখনও এমন পর্বতশৃঙ বহু রয়েছে যেগুলি আমাদের জয় করতে হবে।

তেমনিভাবে আমি দোওয়া করি আমার ভাই (মোবাল্লেগে-স্পেন) মীর মাহমুদ আহমদ এবং তাঁর বেগমের জন্য, যিনি আমার বোন। এ দু'জনও এ অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। আমার বোন আমাকে জানিয়েছেন যে কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কখন রাতের তৃপহর ফুরালো, তা তারা টেরও পান না। তারা রাত্রি তিনটার পর নিদ্রা যান। এছাড়া শেখ মোবারক আহমদ সাহেব এবং ইংল্যাণ্ডের জামাত রয়েছে, যাঁরা এই মসজিদ নির্মাণের ব্যয়ভার বহণ করেছেন। তাঁরাও আমাদের দোওয়া প্রাপ্য।

এপ্রসঙ্গে হুজুর পাশ্চাত্যবাসীর অবস্থা এবং সেই প্রসঙ্গে জামাত আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত দায়িত্বাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

এর সাথে সাথেই আমার দৃষ্টি পাশ্চাত্যবাসীদের প্রতি নিবদ্ধ হলো। তাদের অবস্থা থেকেই ইহা সুস্পষ্ট যে, মাত্র একটি মসজিদেই কাজ সমাধা হবে না, বরং আমাদেরকে প্রতিটি জনপদেই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। এদেশগুলিতে এতো শির্ক ছড়িয়ে আছে যে, অবাক লাগে। এসকল লোকের সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, তাদের পার্থিব চোখ উজ্জল হবে এবং ধর্মীয় চোখ হবে একেবারেই আলোক বিহীন! এতে তাদের চরম অবর্ণনীয় অবস্থা অনুমেয় এবং এটাও স্পষ্ট যে একটি মসজিদের দ্বারাই

কাজ সমাধা হবে না। তাদের অবস্থা সুধরাবার এবং তাদেরকে ইসলামের আশ্রয়ে আনয়নের জন্য চরম ও পরম কুরবানীর প্রয়োজন, অজস্র অর্থের প্রয়োজন। আমি জানি, এ যাবতীয় বাধাবিপত্তি ও সঙ্কট একদিকে, এবং আমার রব্বের রহমতের দৃষ্টি একদিকে (তাঁর একটি মাত্র দৃষ্টিতেই ঐ সব কিছুই তিরোহিত হতে পারে)। কিন্তু আমাদের জন্য জরুরী, আমরা যেন নিজেদেরকে তাঁর রহমত সুলভ দৃষ্টিলাভের হকদারে পরিণত করি। এই সফর কালীন আমি অনুভব করেছি যে, এ সব দেশে জামাতের সদস্যদের মধ্যে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি পূর্ণ চেতনাবোধের অভাব রয়েছে। আমি প্রতিটি দেশে জামাতের সদস্যদের ফেরেস্তি তৈরী করিয়েছি এবং তাঁহাদের আর্থিক কুরবানীর পর্য্যালোচনা করেও দেখেছি। এতে জানা গেল এই যে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সদস্য আছেন যাঁরা মোটেও চাঁদা দেন না এবং যাঁরা চাঁদাদাতা, তাঁরা নির্ধারিত হারের চাইতে অনেক কম চাঁদা দেন। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের উপরে অনেক ফজল নাযেল করেছেন। আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি, 'খোদার সহিত সাচ্চায়ী ও সততা ভিত্তিক ব্যবহার অবলম্বন কর, তিনি তোমাদেরকে বরকত দান করবেন।' তারপর আরও কতক লোকের অবস্থা জ্ঞানগোচর হলো। তাদের সেসব অবস্থা জেনে খুবই দুঃখীত হলাম; কত তাজ্জুবের ব্যাপার যে আহমদী বলে আখ্যাত হয়ে এবং খোদাতায়ালার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যে, তারা ইসলামের তরি পাড়ে ভিড়াবার উদ্দেশ্যে জান-মাল সব কিছুই উৎসর্গ করে দিবে—মাত্র কয়েকজন লোকই আছেন যাঁরা সকল বোঝা বহণ করে রেখেছেন, আর বাদবাকী দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য অবলোকন করছেন!! এতে সন্দেহ নাই যে আমি ইখলাস ও নিষ্ঠার মনোরম দৃশ্যাবলীও প্রত্যক্ষ করেছি। কতক লোক অত্যন্ত ইখ্‌লাসের সহিত কুরবানী পেশ করে চলেছেন এবং খেদমতের ময়দানে তাঁরা অগ্রসরমান। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যেই আহমদীয়তের রুহ্‌ ও জয্‌বা রয়েছে এবং এঁদেরকে কেন্দ্র করেই কাফিলা এগিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন গন্তব্য অতিক্রম করে চলেছে। এরূপ মুখ্‌লেস ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও জামাতে রয়েছেন, যাঁদের ইখলাস ও নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়াবিভূত হতে হয়। আমেরিকা থেকে এক বন্ধুর পত্র এসেছে। তিনি লিখেছেন, "আমার যা কিছু আছে, তা সবই সেলসেলার। সেলসেলা যখন ও যেভাবে ইচ্ছা তা নিজের (আয়ত্তে নিয়ে) কাজে লাগাতে পারে।"

হুজুর বলেন, বাস্তবিকপক্ষেই ইহা সত্য যে, মসজিদের বড়ই প্রয়োজন এবং বাস্তবিকপক্ষেই সত্য যে, মোবাল্লেগেরও অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এই মুহূর্তে কোন তাহ্‌রীক পেশ করছি না এবং আপাততঃ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই না, যাতে ইস্‌লাহ্‌ বা আত্ম সংশোধনের সুযোগ ঘটে এবং যাঁরা দুর্বলতা দেখাচ্ছেন তাঁরা যেন আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হন। সেজন্য ঐ সকল ভ্রাতা-ভগ্নী যাঁরা এই খোৎবা শ্রবণ করছেন তাঁদের উচিত, তাঁরা যেন নিজেদের এইরূপ ভাইদের বোঝান—'কেন নিজেদেরকে বঞ্চিত করছো? তোমাদের যাবতীয় আয়াশ-আরাম ও স্বাদ-সম্ভোগ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। তোমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যারা খোদাতায়ালার পথে কুরবানী করে, তিনি তাদেরকে নিশ্চিত বরকত ও কল্যাণে ভূষিত করেন।

ইহা আমাদের অভিজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপার যে আল্লাহ্‌তায়ালা কুরবানীকারীদের উপরে বড়ই ফজল নাযেল করেছেন। শত শত আহমদী পরিবার আছে যারা শুরুতে দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছে এবং আজ তারা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল এবং পুরস্কার উপভোগ করছে। আল্লাহ্‌-তায়ালা 'গণী' (প্রাচুর্যশালী); তাঁর রহমত ও ফজলের ভাণ্ডার অগাধ ও অফুরন্ত। খোদার সহিত সম্পর্ক জোড়ার পর বিমুখ হওয়া কোথাকার আকলমন্দি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? এ তো বরং আত্মহত্যা বই আর কিছু নয়! ইহা কখনও বিস্মৃত হয়ো না যে আমরা যদি ভুল পথে চালিত হই, তা'হলে সকল বরকত লোপ পাবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
ফটো ঃ দৈনিক কর্ডোভা, ১১ই সেপ্টেম্বর '৮২ ইং

হুজুর বলেন, 'চান্দা-আম'-এর ক্ষেত্রে 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' উহা ক্ষমা করতে পারেন। যে আহমদী 'শরাহ' (অর্থাৎ নির্ধারিত হার) অনুযায়ী 'চান্দা-আম' দিতে অক্ষম—আমি প্রকাশ্যে ওয়াদা করছি যে সে নিজের অবস্থা লিখে দরখাস্ত পাঠাক, আমি নির্ধারিত হারে কমি করার অনুমতি দিয়ে দিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতায়ালার সহিত মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। খোদাতায়ালার সহিত মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। খোদাতায়ালা আপনাকে যদি এক কোটি দিয়ে থাকেন, আর আপনি যদি চাঁদা দেন দুই/এক লাখের উপর, এবং বলেন যে, তিনি এক লাখই দিয়েছেন, তা'হলে আপনি কি মনে করেন যে নাউযুবিল্লাহ খোদা আপনাকে যে এক কোটী দিয়েছিলেন, তা ভুলে গিয়েছেন? তোমাদের উচিত, তোমরা নিজেদের আয় (income) সঠিক জানাও, তারপর নিজেদের অবস্থাবলীর কারণে উহার উপর নিয়মিত হারে কমি করার জন্য দরখাস্ত দাও। এরূপ প্রতিটি দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করবো। আমার মোটেও ইহার কোন চিন্তা নাই যে কাজ কিরূপে সমাধা হবে। একজনও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে খোদাতায়ালা তার স্থলে আরও দশজনকে এগিয়ে আনবেন, যারা হবে কুরবানীকারী। জামাত সম্বন্ধে আমার চিন্তা নাই; চিন্তা হলো আমার এই যে কোন একজন আহমদীও যেন বিনষ্ট না হয়। যাঁরা দুর্বলতা দেখাচ্ছে তাদেরকে ইসলাহ্‌ ও আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়ে এবং তাদেরকে নিজেদের সহিত মিলিত করে আমাদের অগ্রসরমান হতে হবে। সেজন্য এরূপ ভাইদের যেখানে ইসলাহ্‌ করার চেষ্টা করুন সেখানে তাদের জন্য দোওয়াও করুন।

হুজুর স্পেন সম্পর্কে একটি বিশেষ কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আরও বলেন: যখন থেকে আমি এখানে এসেছি, একটি কষ্টদায়ক বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা করে

যাচ্ছি। সেজন্যই আমি বলেছি যে, এই মসজিদ তামির এবং উদ্বোধনের লব্ধ আনন্দ হলো শোকে জড়িত আনন্দ। আমরা এখানে এক দীর্ঘকাল যাবৎ তবলীগ করছি কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তেমন বড় জামাত গড়ে তুলতে পারি নাই যাতে তারা এখানকার পরিবেশে নিজেদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থার হেফাজত করতে পারে। কয়েকজন মানুষ সমাজ-ব্যবস্থার হেফাজত করতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য ঈপ্সিত সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেজন্য এদেশেও জামাতের সংখ্যাবৃদ্ধি একান্ত জরুরী। জগতে এতো শির্‌ক ছড়িয়ে আছে যে হতভম্ব হতে হয়। ঘরে ঘরে নাস্তিকতা ঢুকে পড়ছে। তারপর সমাজের বলগাহীনতার স্রোত জীবন-ব্যবস্থাকে লণ্ড-ভণ্ড করে রেখে দিয়েছে। সেজন্য আমি যখন এখানে এসেছি তখন থেকেই দোওয়া করে যাচ্ছি, 'হে খোদা! এ মসজিদটি আবাদের ব্যবস্থা তুমিই কর। আমাদের কোন শক্তি নাই: তুমিই সকল প্রকার শক্তির আধার। তুমি নিজে এরূপ লোক সৃষ্টি কর, যারা এই মসজিদকে আবাদ রাখতে পারে।' সুতরাং আপনারা যত দিন এখানে আছেন, দোওয়া করতে থাকুন এবং এত দোওয়া করুন যেন নিজেদের অশ্রুর দ্বারা স্পেনের মাটিকে সিঞ্চিত করে দেন; প্রতিটি অশ্রু বিন্দু থেকে যেন এক এক 'মহিউদ্দিন ইবনে আরবী'র সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি অশ্রুবিন্দু থেকে যেন এক এক 'ইবনে রুশ্‌দ' জন্ম গ্রহণ করে। আজ একজন ইবনে আরবী এবং একজন ইবনে রুশ্‌দ নয় বরং বহু ইবনে আরবী ও বহু ইব্‌নে রুশ্‌দের প্রয়োজন। আমরা শুধু খোদাতায়ালার হুজুরে অশ্রুপাতই করতে পারি। সুতরাং যতটুকু সম্ভব অশ্রুপাত করুন এবং স্পেনের মাটিকে নিজেদের অশ্রু ধারায় সিঞ্চিত করে দিন এবং চেষ্ট করুন যেন অশ্রুধারার প্রতিটি বিন্দু থেকে মহিউদ্দিন ইবনে আরবী ও ইবনে রুশ্‌দের সৃষ্টি হয়, যারা স্পেনের তকদীর বদলে দেয়।

হুজুরের এই মর্মস্পর্শী ও হৃদয় দেলানো খোৎবা একটা বেজে চল্লিশ মিনিটে আরম্ভ বেজে বিশ মিনিটে যখন শেষ হয়, তখন অধিকাংশ বন্ধুর চোখ দিয়ে হয়ে ২টা অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল এবং তাঁরা 'কাদের ও তওয়ানা' খোদার হুজুরে স্পেনে মানবহৃদয় বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের পুনরায় প্রাধান্য বিস্তার লাভের জন্য মূর্তিমান দোওয়া হয়ে পড়ে ছিলেন।

খোৎবা সানীয়ার পর হুজুর বলেন: কোন কোন বন্ধু আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন, যেন এই মওকাতে 'সমষ্টিগত বয়েত' গ্রহণ করা হয়। ইহার এই কারণ বলা হয়েছে যে বহু দেশ থেকে বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছেন; তাঁরা মারকাজ থেকে দূরে বাস করায় প্রত্যক্ষ (দস্তি) বয়েতের সুযোগ পান না। সুতরাং জুমার নামাজের পর বয়েত অনুষ্ঠিত হবে। দোওয়া প্রসঙ্গে একটি জরুরী কথা আমি আপনাদের ইহা জানাতে চাই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'যখন দোওয়া করতে আরম্ভ কর তখন প্রথমে আপন রব্বের হাম্‌দ (প্রশংসা) করবে, তারপর দরূদ প্রেরণ করবে। এরপর খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া চাইবে।' সর্বদা দোওয়া করার ব্যাপারে উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আপনারাও নিজেদের দোওয়ার সময়ে উক্ত পদ্ধতিটি বিস্মৃত হবেন না। হাম্‌দের সঙ্গেই যেন দরূদের উৎস ফুটে উঠে যাতে খোদাতায়ালার রহমতের উৎসও প্রস্ফুটিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

জুমার এই নামায উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মর্যাদা ব্যতীত আত্মপ্রেরণা, সকাতরতা, উচ্ছাস, মর্মবেদনা ও গিরিয়া-যারির দিক দিয়ে এক অসাধারণ বৈশিষ্টসম্পন্ন নামায ছিল। নামায পড়াবার কালীন স্বয়ং হুজুর (আইঃ)-এর উপর পরম আবেগ, অনভূতি ও রিক্কতের এক কল্পনাতীত অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রথম রাকাতেই হুজুর সুরা ফাতেহার এক একটি আয়াত এত দরদের সহিত পাঠ করছিলেন যে অনুসারী মুসল্লিরা রিক্কত ও দরদে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তারা আপাদমস্তক তন্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং সেজদা গুলিতে বিশেষভাবে এমন করুণ ও উচ্ছসিত দোওয়া অনুষ্ঠিত হয় যে সমগ্র পরিমণ্ডল আবেগ উচ্ছল ব্যথাতুর আকুল আর্তনাদে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এমনি ধারায় শোকাবিষ্ট অসহনীয় সাত শত শতাব্দী স্থায়ী সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্পেনে ইসলামের নব যুগের 'মসজিদ-এ-বাশারত' উদ্বোধনী জুমার নামায আদায় সম্পন্ন হলো। আল-হামদুলিল্লাহ, সুম্মা অল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, জুমার নামাযের পরে পরেই হুজুর (আইঃ) কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর মোহতারম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবের পিতা মৌলানা আবুল খায়র মহিবুল্লাহ্ (সদর মুরুব্বী)-এর নামায-জানাযা-গায়ের আদায় করেন। মৌলানা সাহেব বিগত আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেছিলেন যখন তাঁর পুত্র জনাব মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব ইউরোপ সফর কালীন হুজুরের সঙ্গে ছিলেন।

ইহার পর আন্তর্জাতিক ইজতেমায়ী বয়েত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বয়েতের অনুষ্ঠানটিও পবিত্র আবেগ, উচ্ছাস, রিক্কত ও গিরিয়া-যারির এক অনুপম স্বর্গীয় রূপ পরিগ্রহ করে। বয়েতের পর অনুরূপভাবেই দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। হুজুর (আইঃ) মসনদে-খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহাই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক প্রত্যক্ষ বয়েত, যা এতো ব্যাপক ভিত্তিতে গৃহীত হয়। উহা এক অদ্ভুত ও অনন্য দৃশ্য ছিল—কালো, ধলো, হলদে, গোধূমী তথা প্রত্যেক শ্রেণী জাতি ও বর্ণের লোক অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে সুদৃঢ় সংকল্প, জযবা ও জোশের সহিত বয়েতের বাক্যগুলি হুজুরের সহিত উচ্চারণ করছিলেন। তাঁরা তাঁদের সৌভাগ্যের জন্য বড়ই গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছিলেন তাঁরা যে এক অতি বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানকালে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর মোবারক হাতে হাত দিয়ে বয়েত করার সুযোগ লাভ করলেন।

যখন হুজুর বয়েত গ্রহণ ও দোওয়া করাবার পর ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন স্পেনের সবচেয়ে প্রবীন আহ্‌মদী ভ্রাতা আবদুল লতীফ লুইস দেলওয়াল দাঁড়িয়ে ইংরেজী ভাষায় হুজুরকে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন, "আজ আমাদের জন্য ঈদ—মহা আনন্দোৎসব। প্রথমতঃ স্পেনে মসজিদের উদ্বোধন হলো। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রিয় ইমাম সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) হাজার হাজার মাইল সফর অতিক্রম করে এসে এখানে পদার্পন করছেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। আমি এই মওকাতে অতি আনন্দের সহিত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি

এবং হুজুরের খেদমতে দরখাস্ত পেশ করছি, হুজুর যেন দোওয়া করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের ক্ষুদ্র জামাতটিকে আপন ফজল ও করমে শীঘ্র অতিবৃহৎ জামাতে পরিণত করে দিন। মৌলানা কারাম এলাহী যাফ্‌র সাহেব তাঁর ঐ আবেগময় আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলি স্পেনিশ ভাষায় তরজমা করে বর্ণনা করলেন, যাতে অন্যান্য সকল স্পেনীয় ভাইয়েরাও তা অবহিত হতে পারেন। হুজুর (আইঃ) স্নেহভরে ভ্রাতা আবদুল লতীফ দেলওয়াল-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে মুসাফাহ্ (করমর্দন) দান করলেন এবং অপরাপর স্পেনীয় আহ্‌মদী ভ্রাতাদের সহিতও মুসাফাহ্ করার পর নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

এমনি ধারায় স্পেনের ঐতিহ্যপূর্ণ নগরী কর্ডোভার অনতিদূরে, সাতশত ছিচল্লিশ বছর পর ইসলামের নবযুগে নির্মিত মসজিদটির উদ্বোধন আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে বিনীত ও সকরুণ দোওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো।

হুজুর তশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গনরত হয়ে একে অপরকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোবারকবাদ দিতে থাকলেন। সকলের চেহারা আনন্দ আভায় উদ্ভাসিত ছিল এবং সকলের অন্তর এ ঐতিহাসিক পবিত্র মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য লাভের জন্য খোদাতায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। "যালিকা ফয্‌লুল্লাহে ইউতিহে মাইয়েশাউ, ওয়াল্লাহু যুল-ফয্‌লিল-আযীম।"

একই দিন সন্ধ্যায় মসজিদ-প্রাঙ্গণে উদ্বোধন উপলক্ষে একটি পাবলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে জামাতের দুই হাজার সংখ্যক সদস্যবৃন্দ ব্যতীত পেড্রোআবাদ ও আশেপাশের বিপুল সংখ্যক (প্রায় তিন হাজার) স্পেনবাসী যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও জাতীয় প্রেস, নিউজ এজেন্সি, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকবর্গের খেদমতে পরবর্তীতে পেশ করা হবে।

(আল-ফজল ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং থেকে সংকলিত ও অনুদিত)

—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ** সদর মুরুব্বী

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, বিগত ১০ই জুন রবিবার দিবাগত রাত ২-৩৫ মিঃ সিলেট জিলার জামালপুর জামাতের প্রবীণ আহমদী মশ্বরউল্লাহ চৌধুরী আনুমানিক ৬০ বৎসর বয়সে ডবল নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে...... রাজেউন)। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যাসহ বহু নাতি-নাতনী রাখিয়া যান। তিনি উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট মোঃ হানিফ চৌধুরী-এর বড় ভাই। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের ধৈর্য্যধারণ ও স্বস্তিলাভের জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

মকবুল আহমদ চৌধুরী
(জামালপুর জামাত) চান্দপুর চা বাগান, সিলেট

'মসজিদে-বাশারত' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ও পরে

স্পেনে ইসলামের নবযুগের ইতিহাস রচনাকারী 'মসজিদে-বাশারত' আল্লাহ্তায়ালার ইলহামী ওয়াদা অনুযায়ী নির্মাণ ও স্থাপনের সৌভাগ্য জামাত আহমদীয়া তাহাদের তৃতীয় খলিফা সৈয়াদনা ফাতেহুদ-দীন মির্যা নাসের আহমদ (রহঃ)-এর সতর বৎসর স্থায়ী বরকতময় খেলাফত-যুগের শেষ দুই বৎসরকালের মধ্যে অর্জন করে। হুজুর (রাঃ) আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে প্রদত্ত বাশারত (সুসংবাদ) অনুযায়ী শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবেলী পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে এ মসজিদটি স্থাপন করেন। তিনি ইহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং তারিখ নির্ধারণ করিতে গিয়া ইরশাদ করিয়া ছিলেন যে—"ইসকা ইফ্‌তেতাহ্ 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' করেগা" (অর্থাৎ 'ইহার উদ্বোধন 'খলিফ-এ-ওয়াক্ত' করিবেন")। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি ইহা বলেন নাই যে, "আমি নিজে ইহার উদ্বোধন করিব" বরং তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহার উদ্বোধন 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' করিবেন"। ইহাতে এই ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে, উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র সন্নিধ্যে উপস্থিতির ডাক আসিয়া যাইবে। সুতরাং তিনি মসজিদ উদ্বোধনের তিন মাস পূর্বে কাযায়ে-ইলাহী অনুযায়ী ৯ই জুন ১৯৮২ইং প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ইহলীলা ত্যাগ করেন এবং তাঁহারই স্থিরীকৃত তারিখে অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর ৮২ইং 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' সৈয়াদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ রাবে' (৪র্থ) আইয়্যাদাহুল্লাহতায়ালা তারেকের দেশ স্পেনে নির্মিত উক্ত মসজিদটিতে প্রথম জুমার নামায আদায় ও খোৎবা প্রদান করিয়া আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে বিনীত ও সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে উহার উদ্বোধন করিলেন।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্তায়ালা আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

ان الذی فرض علیك القران لرادك الی معاد ۔

(القصص : ۸۶)

অর্থাৎ, "সেই খোদা, যিনি তোমার উপরে কুরআন ফরজ করিয়াছেন নিজের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তোমাকে এই মোকামে ফিরাইয়া আনিবেন।" (আল-কাসাস, আয়াত : ৮৬)

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মক্কা নগরী বিজয়ের সময় অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত পূর্ণ হয়, যে নগরী হইতে সেখানকার কাফেরগণ তাঁহাকে বহিষ্কার করিতে এবং সেখান হইতে হিজরত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। খোদাতায়ালা তাঁহার উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহাকে দশ বৎসর পর বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং চিরকালের জন্য ইহাকে তাঁহার ক্ষমতাধীন করিয়া দিলেন।

নিঃসন্দেহে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা বিজয়ের সময় অতীব শান-শওকতের সহিত পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা এক চিরস্থায়ী ভবিষ্যদ্বাণী : ইহাতে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদের বাশারৎ

(সুসংবাদ) দান করিয়াছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধাচারী ও শত্রুগণ যে কোন অঞ্চল হইতেই জুলুম ও অত্যাচারের দ্বারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারীদিগকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাহ্যতঃ সফল হইলেও তাহাদের ঐ সফলতা হইবে অস্থায়ী এবং সাময়িক। খোদাতায়ালা ইসলামকে অবশ্য অবশ্যই পুণরায় সেখানে ফিরাইয়া আনিবেন এবং এরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য দান করিবেন যাহা চিরস্থায়ী হইবে। কুরআন করীমের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সাত শত বৎসর পর ইসলাম স্পেনে ফিরিয়া যাওয়া অবধারিত ছিল এবং ইহা অবধারিত ছিল এতদসত্বেও যে, আজ হইতে বহু শতাব্দী পূর্বে স্পেন হইতে ইসলাম বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হওয়ার সময়ে সেখানকার খৃষ্টানরা দাবী করিত যে (নাউযুবিল্লাহ) তাহারা স্পেন হইতে ইসলামকে চিরতরে বিদায় দিয়াছে, এখন ইসলাম আর কখনও এই দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। সুতরাং স্পেনে মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস সাধন ও ভয়াবহ নিপাতের সময়ে স্পেনের খৃষ্টানদের মধ্যে একটি লোকগীতি বহুল প্রচলিত ছিল. যাহা তাহারা প্রায়ই গাহিয়া বেড়াইত। উহার দুইটি ছন্দ ছিল নিম্নরূপ :

"Here the Qoran passed away
There in the cross was borne"

Spanish Ballads by Lockheart

ইহার অর্থ এই যে, 'সমুন্নত ক্রুশ সপ্রমাণ করিতেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) এখান হইতে চিরকালের জন্য কুরআনের জানাযা বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।'

কিন্তু কুরআন করীমের ন্যায় অনুপম ও চিরস্থায়ী শরিয়ত নাযেলকারী খোদা তাঁহার পবিত্র কালামে উল্লেখিত সুরা কাসাসের ৮৬ নং আয়াতে এই ভবিষাদ্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, ইসলামকে জগতের কোনও অঞ্চল হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব। যেখানেই ইসলামের শত্রুরা ইহাকে দৃশ্যতঃ নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করিতে সফল হইবে, খোদাতায়ালা ইসলামকে সেখানে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন এবং চিরস্থায়ীরূপে উহাকে সংস্থাপন ও প্রাধান্য দান করিবেন।

কর্ডোভা হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্বাসনের পর সাত শত ছিচল্লিশ বৎসর এবং অবশিষ্ট স্পেন হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ বহিষ্কারের পর পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হইলেও সেখানে পুনরায় ইসলামের ফিরিয়া যাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতে ছিল না। এই নির্মম সত্যটি প্রত্যেক ইসলাম-দরদী মুসলমানের হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছিল এবং সেজন্য তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে রক্তবৎ অশ্রু ঝরিতেছিল। এই অসহনীয় মর্মব্যথাটিই আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর হৃদয়ে সুতীব্র হইয়া উঠে এবং তিনি ১৯৪৬ সালে স্পেনে আহমদীয়া মুসলিম মিশন স্থাপনার্থে মৌলানা কারাম ইলাহী যাফরকে মোবাল্লেগে-ইসলাম হিসাবে পাঠাইলেন। যদিও স্পেনে ধর্মীয় স্বাধীনতা মোটেই ছিল না তথাপি একমাত্র মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর নির্দেশ ও দোওয়ার বদৌলতে আল্লাহ্‌তায়ালা মৌলানা যাফর সাহেবকে ইসলাম প্রচারের তওফিকে ভূষিত করিলেন। ১৯৭০ সনে তৃতীয় খলিফাতুল মসীহ হযরত মির্যা

নাসের আহমদ (রাঃ) স্পেন সফর করিলেন। তিনি গ্রানাডায় 'আল-হামরা পেলেস হোটেলে' অবস্থানরত ছিলেন। সেখানে তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাবস্থায় এক বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন এবং রাতভর খোদাতায়ালার হুজুরে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোওয়া করিতে থাকেন, "হে খোদা, তুমি স্পেনে ইসলামের যথাশীঘ্র প্রাধান্য বিস্তারের আয়োজন বিধান কর এবং এখানে তোমার তৌহীদ এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রিসালত ঘোষনার্থে একটি মসজিদ তামির করিবার পথ সুগম করিয়া দাও।" শেষরাত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার প্রতি কুরআন মজীদের নিম্নরূপ আয়াতটি ইলহাম করা হইল :

و من يتوكل على الله فهو حسبه - ان الله بالغ امره - قد جعل الله لكل شيئ قدرا ٥ (الطلاق : ٤)

অর্থাৎ—"এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র উপর তওক্কল করে তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁহার উদ্দীষ্ট বিষয় পূর্ণরূপে সমাধা করিয়া ছাড়েন ; অবশ্য আল্লাহ্‌ প্রতিটি জিনিস বা বিষয়ের জন্য পরিমাপ নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।"

উক্ত ইলহাম হওয়ার সাথে সাথেই তাঁহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইল এবং হৃদয় স্বস্তি ও প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল। তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে স্পেনে মসজিদ স্থাপনের পথ নিশ্চয় সুগম হইবে কিন্তু এখনও উহাতে কিছু সময় লাগিবে এবং যে আন্দাজ বা পরিমাপ আল্লাহ্‌তায়ালা নির্ধারিত করিয়াছেন সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদ তামির অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে, এবং উহার দ্বারা ইসলাম এই দেশে (স্পেনে) নিশ্চয় প্রাধান্য লাভ করিবে। সুতরাং তিনি মোবাল্লেগে-স্পেন মৌলানা কারাম ইলাহী যাফরের দ্বারা মসজিদের জন্য জমি সন্ধানের কাজ অব্যহত রাখিলেন। পরিশেষে খোদাতায়ালা উক্ত ইলহামী ওয়াদার পূর্ণ দশ বৎসর পরে ১৯৮০ সনে কর্ডোভা হইতে মাদ্রিদগামী রাজপথে, কর্ডোভা হইতে ৩৫ কিলোমিটার দূরে পেড্রোআবাদ নামে পল্লীর সন্নিকটে পৌণে দুই একর সুপ্রস্ত জমি ক্রয় করার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং অন্তর্বর্তী কালীন সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করিয়া আপন স্বর্গীয় নিয়ন্ত্রণে এমনই ব্যবস্থা করিলেন যে, স্পেনের খৃষ্টান সরকার সেখানে মসজিদ নির্মাণের আইনানুগ অনুমতি দান করিলেন। সুতরাং তিনি (হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রহঃ) স্পেন যাইয়া ৯ই অক্টোবর ১৯৮০ইং খোদাতায়ালার সমীপে সকাতর দোওয়ার মাধ্যমে তারেকের দেশ আন্দালুসীয়ার রাজধানী কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পর ইসলামের নবযুগের উজ্জল প্রতীক হিসাবে প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তারপর দুই বৎসরকালের মধ্যেই তাঁহার সামগ্রিক নির্দেশনায় মসজিদ এবং তসংলগ্ন প্রচার-কেন্দ্রের সুরম্য ইমারত গড়িয়া উঠিল। তিনি উহার উদ্বোধনের জন্য খোদায়ী রশাবৎ অনুযায়ী ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং তারিখ নির্ধারণ করিলেন। ইতিমধ্যে ৯ই জুন ১৯৮২ ইং তিনি ইন্তেকাল করিলে তাঁহার নির্দেশ—"খলিফা-এ-ওয়াক্ত ইহার উদ্বোধন করিবেন"—অনুযায়ী অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌র নিয়োজিত চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) উক্ত তারিখে চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে আগত দুই হাজারেরও অধিক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির সমাবেশে জুমার নামায আদায় ও সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে ইসলামের নব যুগের উজ্জল নিদর্শন 'মসজিদে-বাশারত' উদ্বোধন করিলেন।

যে সকল দেশ হইতে আহমদী প্রতিনিধিরা এই ঐতিহাসিক পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সে দেশগুলি হইল পাকিস্তান, ইংল্যাণ্ড, হাল্যাণ্ড, পঃ জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, তুরস্ক, ইউনান, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকা, ট্রিনিডাড, নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরালিওন, গ্যাম্বিয়া, জাম্বাবুয়ে, তাঞ্জানিয়া, ইউগাণ্ডা, লিবিয়া, ইণ্ডোনেশিয়া, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং মিডিল ইষ্টের বিভিন্ন দেশ। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের মোবাল্লেগ ও আমীর সাহেবান ব্যতীত জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলীর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাষ্টিসের সাবেক প্রেসিডেন্ট চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব, নবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম এবং মোহতারম সাহেবজাদা এম, এম, (মির্যা মুজাফ্‌ফর) আহমদ। বাংলাদেশ হইতে চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা সস্ত্রীক নিজ খরচে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের তওফিক দান করেন।

বহিরাগত এই বিপুল সংখ্যক লোকের আগমনে পেড্রোআবাদের আশেপাশে ও মসজিদে-বাশারতের সংলগ্ন মিশন হাউসে এমনকি কর্ডোভা ও কর্ডোভা হইতে মাদ্রিদগামী রাজপথে অবস্থিত হোটেল সমূহে মেহমানদের থাকার আর অধিক সংকুলান সম্ভব ছিল না। মেহমানদের আগমন ১০ই সেপ্টেম্বরের কয়েক দিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয় এবং করর্ডোভা বা অন্য যেখানেই কোন হোটেলে তাহারা উঠুক না কেন, সেখান হইতে সর্বপ্রথম অবসরেই তাহারা সোজা পেড্রোআবাদের দিকে ছুটিয়া যাইতেন যাহাতে মসজিদ-বাশারতের জিয়ারত লাভের পরে পরেই সেখানে দুই রাকাত নফল আদায় করিতে পারেন। তাহারা তসবীহ, তাহ্‌মীদ ও দরূদ পাঠ করিতে করিতে মসজিদ-সীমায় প্রবেশ করিতেন এবং পূর্বে আগত মেহমানদের সহিত নতুন মেহমানরা পরস্পর আলিঙ্গন ও মুসাফাহ্ করিতেন এবং সহাস্যবদনে একে অন্যকে মোবারকবাদ দিতেন। আর এই ঈমানবর্ধক দৃশ্য সারা দিন অব্যহত থাকিত। প্রায় ৪০টি দেশ হইতে দুই হাজারেরও অধিক আহমদী এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে আসেন।

মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া ঃ

কর্ডোভায় জগতের সর্ব বৃহৎ ঐতিহাসিক মসজিদ রহিয়াছে, যার একাংশকে খ্রীষ্টানগণ গির্জাস্বরূপ ব্যবহার করেন—সেই কর্ডোভারই নিকটবর্তী অঞ্চলে ৭৪৬ বৎসর পর সর্বপ্রথম নতুন মসজিদ তামির স্পেনবাসীদের জন্য বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর কিছুটা বিরোক্তিবোধ কট্টর খৃষ্টান মহলগুলির পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। তাহারা ইহাকে স্পেনে ইসলামের পুনরাগমন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মোকাবেলায় জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাঘরিষ্ঠ যাহারা নামকে-ওয়াস্তে খৃষ্টধর্মের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহারা সবাই ইহাতে আনন্দিত যে, ধর্মীয় স্বাধীনতার এই নবযুগে তাহারা ইসলাম সম্বন্ধে সরাসরি মুসলমানদের

নিকট হইতে সঠিক প্রামাণ্য তত্ত্ব-তথ্যাদি জানার সুযোগ পাইবে, এবং তাদের অতীতকালের এক দীর্ঘ যুগ সম্বন্ধে—যে যুগে তাহাদের দেশে মুসলমানরা আট শতাব্দী ব্যাপী শাসন চালাইয়াছেন এবং ইবনে-হাযম ইবনে-রুশদ এবং মহিউদ্দিন ইবনে-আরবীর ন্যায় স্বনামধন্য জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা এবং অন্যান্য আরও অনেক কালবিজয়ী সুখ্যাত মনীষা জন্ম লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের বদৌলতে স্পেন তথা সমগ্র ইউরোপ তাহযীব ও তমদ্দন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যুচ্চ শিখরে উপনীত হইতে পারিয়াছে—ইহারই প্রকৃত প্রেক্ষাপটে তাহারা সঠিক তথ্যানুসন্ধানেরও সুযোগ লাভ করিবে। মসজিদ স্থাপনে স্পেনবাসীদের গভীর ঔৎসুক্য এবং মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট আভাস ও সন্ধান পাওয়া যায় মসজিদে বিপুল সংখ্যায় মানুষের আগমনে এবং পত্র-পত্রিকায় মসজিদ উদ্বোধন সম্পর্কীয় সংবাদ, অভিমত ও মন্তব্যাদির ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা। সুতরাং স্পেনের বিভিন্ন শহর হইতে বহুল প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে শুধু যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাই নয়, বরং উদ্বোধনের পূর্বেই হুজুর (আইঃ) এর আগমনে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক প্রতিনিধি আসিয়া হুজুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং বহুল সংখ্যায় সুবিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করেন।

(আল ফজল ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং হইতে সংকলিত ও অনূদিত)

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতে ১০ই সেপ্টেম্বর বিশেষ দোওয়া ও ঈদোৎসব রূপে উদ্‌যাপিত

স্পেনে সাত শত বৎসর পর প্রথম মসজিদ নির্মাণ ও উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাত সমূহে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং বিশেষ দোয়া ও ঈদোৎসব স্বরূপ উদ্‌যাপিত হয়। সুতরাং আহমদীয়া জামাতের বিশ্বকেন্দ্র রাবওয়ায় এই দিনটিতে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত, বকরা কুরবানী, বিশেষ জুমার খোৎবা, আলোচনা সভা খেলা-ধূলার প্রতিযোগিতা, জামাতী অফিস ইমারত, মসজিদ ও গৃহ সমূহে আলোকসজ্জা, গরীবদের সহ ভোজের আয়োজন ও বাচ্চাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা জামাতে উক্ত দিনে মসজিদে তাহাজ্জুদ, জুমার নামাযে বিশেষ খোৎবা ও ইজতেমায়ী দোওয়া, বাদ মাগরিব আলোচনা সভা ও সমবেত দোওয়া এবং দুইটি বকরা কোরবানী দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) স্পেন মসজিদ উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বাহ্নে ৩০শে জুলাই ১৯৮২ইং জুমার খোৎবায় যারা মসজিদে-বাশারতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌছিয়া দৈহিকরূপে যোগদান করিতে পারিতেছেন না তাহাদিগকে বহু মূল্যবান উপদেশ দান করতঃ স্ব স্বস্থানে বিশেষভাবে দোওয়া রত থাকার তাকিদ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন : "পিছে রহনে ওয়ালোঁ সে মাঁয় কহতা হুঁ কেহ দুয়ায়োঁ করোঁ আওর মওজোঁ করোঁ।" (আল-ফজল, ২৭শে আগষ্ট ১৯৮২ ইং)

—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

মসজিদে বাশারত উদ্বোধন উপলক্ষে

স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য

'জামাত আহমদীয়া আমাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়।'

'মসজিদ-বাশারতে সারা দিন আনা-গোনাকারীদের একটানা সারি বেঁধে থাকে।'

'এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল স্পেনকে রূহানীরূপে জয় করা'—ইমাম জামাত আহমদীয়া।

''স্পেনিশ জাতিকে মহব্বত ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের সাহায্যে জয় করা সম্ভব নয়'—ইমাম, জামাত আহমদীয়া।

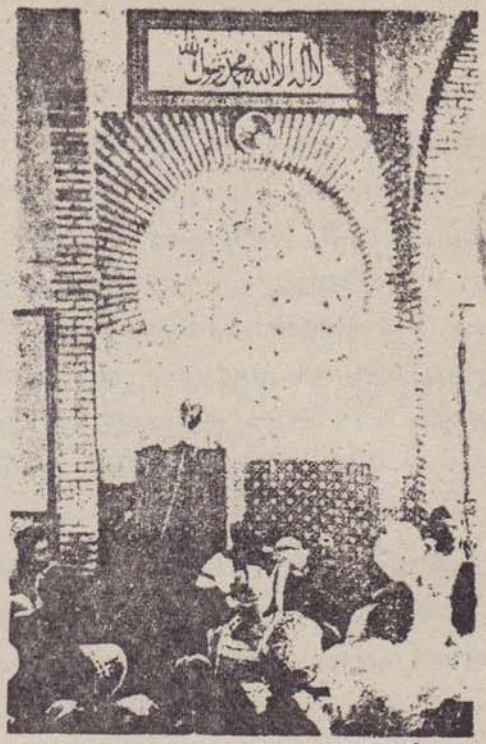

El jalifa supremo de la comunidad ahmadia se dirigió desde el Mirab de la nueva mezquita inaugurada ayer en Pedro Abad a los numerosos fieles de la secta, que desde gran número de paises, se desplazaron a dicha localidad cordobesa. — (Foto Ricardo)

স্পেনে মসজিদ বাশারতের উদ্বোধন সম্বন্ধে সেখানকার বহু পত্র-পত্রিকায় সুবিস্তারিত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভিন্ন ফটো সহ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা 'লাভজ ডে কর্ডোবা' (যার অর্থ হলো 'কর্ডোভার কণ্ঠস্বর') আধা দর্জন সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে এবং আর একটি প্রভাবশালী পত্রিকা 'কর্ডোভা' পাঁচটি সংবাদ ও নিবন্ধ পরিবেশন করে। এগুলির মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আঃ)-এর মনোরম ফটোও স্থান পায়।' দৈনিক 'আল ফজল' থেকে স্পেনের উক্ত পত্রিকা দ্বয়ে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্য সমূহের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

'LAVOZ DE CORDOBA' 'লাভজ ডে কর্ডোভা ঃ

(১১ই—সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং, প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষের খবর)

"আহমদীরা তাদের মসজিদ উদ্বোধন করলো। গতকাল তাদের ইমাম মির্যা তাহের আহমদের হাত দিয়ে।"

"গতকাল আন্তর্জাতিক জামাতে আহমদীয়া তাদের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদের হাত দিয়ে পেড্রোআবাদে তাদের 'মসজিদে-বাশারত' উদ্বোধন করে দিল। 'বাশারত'-এর অর্থ বর্ণিত হয় এরূপ মসজিদ যা সুখবর দান করে। এ মসজিদটি কর্ডোভায় ৭০০ বৎসর পরে তামির হলো। এবং ইহা হলো জামাতে আহমদীয়ার (স্পেনে) প্রথম মসজিদ।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতে আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপদ পেড্রোআবাদ ও আশপাশের অধিবাসীরা যোগদান করেন। কর্ডোভার ইনচার্জপাদ্রী বালেরিয়ানো ওভিন, ফিজিক্সে নবেল পুরস্কার বিজয়ী আবদুস সালাম এবং ইউ-এন এর জেনারেল এসেম্বলীর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানও অংশগ্রহণ করেন।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

দিক দিশারী

'মসজিদে বাশারৎ'

১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৮২) তারিখে দৈনিক বাংলায় 'স্পেনের কর্ডোভায় নয়া মসজিদ' নামে ছোট্ট একটি খবর দেখলুম। তাতে বলা হয়েছে; "ইসলামের ঐতিহ্য মণ্ডিত স্পেনের কর্ডোভা নগরীর অনতিদূরে পেড্রোআবাদে 'মসজিদে বশারৎ' নামে একটি বিরাট মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রায় এক একর (আসলে পৌণে দু'একর—সম্পাদক) জায়গা জুড়ে সুউচ্চ একাধিক মিনার বিশিষ্ট এই মসজিদ শুক্রবার উদ্বোধন করা হয়েছে। আহমদীয়া জামাত এই মসজিদ স্থাপনের উদ্যোক্তা। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী কর্ডোভা নগরীতে এই মসজিদ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রায় সাত শত বছর পর স্পেনে আবার ইসলামের সগৌরব জয় যাত্রার সূচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

স্পেনে ইসলামের ইতিহাস গৌরব-গঞ্জনা, উত্থান-পতন, অগ্রগতি-অধঃগতির ইতিহাস; আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। মোমেনের মন নিয়ে কান পাতলেই এ ইতিহাস সবর হয়ে উঠে। ও দেশের পরিত্যক্ত অরক্ষিত দীন-বিদীর্ণ মসজিদগুলো যেন মহাকালকে সাক্ষী রেখে ক্লান্ত ক্লিষ্ট ভাষায় বলছে, 'হে মোসলেম নামধারিরা! তোমরা যদি আমাদেরকে এভাবে ছেড়ে যাবে কেন তবে এত ঘটা করে এত যত্ন করে সৌন্দর্য্য সুষমা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলে?

যাদের জন্য একান্না তাদের তা শোনার ফুরসত কোথায়? তাদের সে মন কোথায়, কান কোথায়? যে নবীকে ঐক্যের নবী বলা যায় তাঁর উম্মতের দাবীদারদের কাছে একতা এখন চোখের বালি। তারা পরস্পরের গলাকাটায় যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে তৎপর। তারা শুধু বিচ্ছিন্নতায় আচ্ছন্ন নয়, অজ্ঞতা-কুসংস্কারেও নিমজ্জিত। তাদের এক অংশ ধন-ঐশ্বর্য্যের ভোগ-বিলাসে মত্ত। অন্য অংশ দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত। ক্ষুদ্র ইস্রাইলের দাপটে তারা এদেশ ছাড়ে ওদেশ ছাড়ে; পরম শক্তিকে ভুলে গিয়ে তারা পরাশক্তির দ্বারে ধর্ণা দেয়, আশ্রয় খোঁজে! স্পেনের পরাজয়ের জেরই যেন এখনও চলছে সারা মোসলেম জাহানের উপর দিয়ে।

অনবরত মোসলেম জাহানের দুর্গতি-দুর্ভাবনার খবরে যখন অতিষ্ঠ তখন স্পেনে নতুন মসজিদ উদ্বোধনের খবরটি নিরেট আঁধারে আশার আলো জ্বেলে দিকদিশারী হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিহাস এসাক্ষ্য বহণ করে যে দুনিয়ার অলক্ষ্যে এমন কোন স্রোত বইতে থাকে যা পরবর্তিতে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বিশ্বের রূপ বদলে দেয়। এ যেন বটবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজের অভ্যন্তরে বিরাট মহীরুহের অবস্থান।

হে খোদা, তোমার এই সুন্দর দুনিয়া এখন বিক্ষুব্ধ-বিধ্বস্ত। চতুর্দিকে অশান্তির লেলিহান আগুন জ্বলছে। বস্তুবাদের চরম পরিণতি দুনিয়াকে সামগ্রিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনি সময়ে তোমার এই ক্ষুদ্র আহমদীয়া জামাত প্রেম-প্রীতি ভালবাসার আলোক বর্তিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তুমিই তাদের সখা ও সহায়। ইসলামের পুনর্জাগরণ পুণর্বাসন ও বিশ্বময় প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামাতের এমহতি প্রয়াস ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠুক এবং মসজিদে-বাশারৎ স্পেন তথা সমগ্র ইউরোপের জন্য অফুরন্ত বশারৎ বইয়ে আনুক—সর্বশক্তিমান পরম করুণাময়! তোমারই দরবারে অন্তরের এ কামনাই রইল।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

তাহ্‌রীকে-জদীদ বৎসর শেষ উপলক্ষে
বিশেষ জ্ঞাতব্য

জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তাহ্‌রীকে জদীদ সাহেবানগণের খেদমতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৮১-৮২ সনের তাহ্‌রীকে জদীদের বৎসর নভেম্বর '৮১ হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবর ৮২ অর্থাৎ এই মাসেই শেষ হইতেছে। এখন পর্যন্তও অধিকাংশ জামাতের ওয়াদা ও আদায়ের হিসাব কেন্দ্রে পৌঁছে নাই।

যে সমস্ত জামাত এখন পর্যন্ত ওয়াদা ও আদায়ের হিসাব কেন্দ্রে পাঠান নাই তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই মাসের মধ্যে অবশ্যই প্রেরন করিবেন। ওয়াদা অনুযায়ী আদায়ের হিসাব হুজুর আকাদাস (আইঃ)-এর নিকট প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও দোওয়ার জন্য পেশ করা হইবে।

১৯৮১-৮২ সাল তাহ্‌রীকে জদীদের ৪৮ তম সাল। প্রত্যেক বৎসরই পূর্বের বৎসর হইতে ওয়াদা বর্দ্ধিত হারে করিতে হয় এবং আদায় করিতে হয়। কাজেই আপনারা অনতি-বিলম্বে নিজ নিজ জামাতে প্রত্যেকের নিকট হইতে যে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফেরেস্তি ও আদায়ের হিসাব ঢাকা কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন। তাহ্‌রিকে-জদীদের সর্বনিম্ন ওয়াদার হার হইল ২৪৲ টাকা এবং প্রত্যেক উপার্জনশীলের জন্য তাহার একমাসের আয়ের এক পঞ্চমাংশ ওয়াদা করা জরুরী।

মোঃ শামসুর রহমান

সেক্রেটারী, তাহ্‌রীকে জদীদ, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

চট্টগ্রামে খোদ্দামের ইজতমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে গত ১৭ ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার চট্টগ্রাম মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা উদ্‌যাপিত হয়। ইজতেমা প্রোগ্রাম মোতাবেক যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হয়। উদ্বোধনী ভাষন দান করেন মৌলভী নুরুদ্দিন আহমদ সাহেব (চট্টগ্রাম জামাত আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী). সমাপ্তি অধিবেশনে 'ইয়াওমে-ওয়ালেদাইন' পালিত হয়। এই অধিবেশনে জামাতের আতফাল, খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা ইমাউল্লার সকল সদস্য উপস্থিত হন। মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ হাবিবুল্লাহ সাহেব তাঁর ভাষণে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Personal contact) বাড়ানোর তাগিদ করেন. স্থানীয় কায়েদ জনাব শচীদুল ইসলাম চট্টগ্রাম জামাতের সকলের প্রতি স্থানীয় মজলিসের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য দোওয়া এবং সকল দিক থেকে সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা হইতে বাঃ মঃ খোঃ আঃ-এর মোতামেদ জনাব আবদুলজ লিল, জনাব এনামুল কবির, জনাব আমিরুল হক, জনাব আলামিন এই ইজতেমায় যোগদান করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব (প্রেসিডেন্ট, বি, বাড়ীয়া জামাত) এবং জনাব আবদুল হাদী এই ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে ইজতেমায় প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

খাকছার

—মাহমুদুন হাসান

মোতামেদ চট্টগ্রাম, মঃ, খোঃ, আঃ

নিউ সোনাতলায় বিশেষ সভা ও পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

"বগুড়াতোলার নিউ সোনাতলা জামাতে ঈদের পরের দিন একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে খুলনার জনাব এস. এম. আতফার (শাহীন) সাহেব, বগুড়া থেকে জনাব ওয়ালিউল ইসলাম সাহেব ও মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের নাতী মাহমুদুল হক আরিফ এবং ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রাক্তন কায়েদ শাহ বাহাউদ্দিন শিবলী সাহেব অংশ গ্রহণ করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। রাজশাহী বিভাগীয় কায়েদ অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন সাহেবের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় এই জলসাটির ব্যবস্থা করা হয়। শতাধিক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী ছাড়াও বহু সংখ্যক গয়র আহমদী ভ্রাতাও এই জলসায় শরীক হয়ে আহমদীয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত হন। জলসা শেষে উক্ত জামাতের জন্য স্থায়ী পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন জামাতের প্রবীণ সদস্য জনাব শাহ ওয়ালিউল ইসলাম সাহেব (যিনি বর্তমানে বগুড়ায় অবস্থান করছেন)। উক্ত জামাতের রুহানী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। (সংবাদদাতা)

শুভবিবাহ

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং শুক্রবার বাদ নামাযে-আসর মসজিদে-মোবারক—কাদিয়ানে হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব সাল্লামাহুল্লাহুতায়ালা মিরপুর—ঢাকা নিবাসী আল-হাজ্ব জনাব চৌধুরী আবদুল মতীন (হেড-মাষ্টার) সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ ডাঃ ফাতেমা যোহরা (এম-বি-বি,এস)-এর সহিত কাদিয়ান নিবাসী মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ হাফিজ বকাপুরী সাহেব (সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'বদর' —কাদিয়ান ও সাবেক হেড মাষ্টার, মাদ্রাসা আহমদীয়া – কাদিয়ান)-এর পুত্র জনাব ডাঃ আবদুর রশিদ বদর (এম-বি-বি-এস, এম-এল) এর শুভ বিবাহ ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা দেনমোহর ধার্যে পড়ান এবং এক ঈমানবর্ধক খোৎবা প্রদান করেন। মোহতারম চৌধুরী সাহেবের কন্যা দিল্লীতে এম, বি, এস, পাশ করার পর সেখানেই চাকুরীরত আছেন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা এই বিবাহকে অত্যন্ত বা বরকত করেন এবং দম্পতি ও উভয় পরিবারকে সর্বাধিক কল্যাণে ভূষিত করেন। আমিন।

সন্তান তওয়াল্লদ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ই, (১৪ই তাবুক ১৩৬১ হিঃ শাঃ) রোজ মঙ্গলবার ভোর ৪টায় জনাব মোঃ ফজলুল হক্‌কে আল্লাহতায়ালা এক কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন। নবজাতক, মরহুম মাওলানা এ, কে, মুহিবুল্লাহ সাহেবের [সদর মুরুব্বী] দৌহিত্রী এবং বিশ্ব কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেবের ভাগিনী। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে, আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে নেক ও দীর্ঘজীবি এবং মাতাপিতার চোখের সিগ্ধতার কারণ করেন। আমীন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিরীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar